ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 8 July, 2024 ■ আগরতলা ৮ জুলাই ২০২৪ ইং ■ ২৩ আষাঢ়, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

অভিশপ্ত ইসকনের রথ, ত্রিপুরার পর বাংলাদেশে বিদ্যুৎ স্পৃষ্টে নিহত ৫, আহত ৩০

ঢাকা থেকে মনির হোসেনের রিপোর্ট।। গত বছর কুমারঘাটে ইসকনের রথে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে বহু মানুষের মৃত্যুর ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতে আবারো একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলো প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের ঢাকার স্বামীবাগ ইসকন মন্দিরে রথযাত্রা উৎসবে। লাখো মানুষের টানা রথে রথ চলতে থাকে জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রাকে নিয়ে। ঠিক যেমনটা হয়েছিল কুমারঘাট এর ইসকনের রথ যাত্রায়। ঢাকার স্বামীবাগ ইসকন মন্দির থেকে যাত্রা করা রথ সেউজ গাড়ি আমতলী মরে আসতেই রাস্তায় থাকা হাইভোল্টেজের বিদ্যুৎ তারের সঙ্গে স্পর্শ হয় রথের গম্বুজটি। মুহূর্তের মধ্যেই ঘটে যায় দুর্ঘটনা। রথের গম্বুজে আগুন লেগে যায়। ঘটনাস্থলে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মারা যান আটজন। আহত অনেক। চারিদিকে আতঙ্কের ছায়া। ছোটাছুটি দৌড়ঝাপ মধ্যেই মানুষের আর্তনাদ চিৎকার ভারী হয়ে ওঠে আকাশ বাতাস। অসতর্কতায় অকালে চলে যেতে হয় অনেক প্রাণ। তবে এই মৃত্যুর দায়ভার কে নেবে প্রশ্ন উঠেছে।

এদিকে, ঢাকার স্বামীবাগ ইসকন মন্দির থেকে যাত্রা শুরু হয়েছে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা। ধর্মীয় এই উৎসব ঘিরে স্বামীবাগ ইসকন মন্দির প্রাঙ্গণে ঢল নেমেছে লাখো সনাতন ধর্মাবলম্বী মানুষের। রথযাত্রাটি রবিবার বিকেল ৩টার পর রাজধানীর স্বামীবাগ ইসকন মন্দির থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে ঢাকেশ্বরী মন্দিরে গিয়ে শেষ হবে। আগামী ১৫ জুলাই বিকেল ৩টায় ঢাকেশ্বরী মন্দির হতে শুরু হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে স্বামীবাগ ইসকন মন্দিরে এসে শেষ হবে উল্টো রথযাত্রা। ইসকন মন্দির ঘুরে দেখা গেছে, এদিন বেলা ২টার পর থেকেই সনাতন ধর্মাবলম্বীরা বিভিন্ন সাজে আসতে শুরু করে ইসকন মন্দির প্রাঙ্গণে। বিভিন্ন সাজে মন্দির প্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হতে থাকে সনাতন ধর্মের অনুসারীরা। বেলা ৩টার পর শুরু হয় রথের দড়ি টানা। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের তালে নেচে গেয়ে ঢাকেশ্বরী মন্দিরের উদ্দেশে শুরু হয় যাত্রা। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে ঢাকায় আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ (ইসকন) ৯ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। অনুষ্ঠানমালায় রয়েছে হরিনাম সংকীর্তন, বিশ্ব শান্তি ও মঙ্গল কামানায় অগ্নিহোত্র যজ্ঞ, মহাপ্রসাদ বিতরণ, আলোচনা সভা, শোভাযাত্রা, পদাবলী কীর্তন, আরতি কীর্তন, ভগবত কথা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শ্রীমদ্ভাগবত গীতা পাঠ, ধর্মীয় চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও ধর্মীয় নাটক মঞ্চায়ন। এদিকে, বাংলাদেশের বগুড়ায় হিন্দু ধর্মালম্বীদের রথযাত্রায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় আহত হয়েছেন আরও অন্তত ৩০ জন। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। রবিবার বিকেল সোয়া ৫টার দিকে বগুড়া শহরের সেউজগাড়ী আমতলী মোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করে বগুড়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. স্নিগ্ধ আখতার বলেন, এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত পাঁচজন মারা গেছেন। এর মধ্যে তিনজন নারী ও দুইজন পুরুষ। জানা গেছে, সেউজগাড়ী ইসকন মন্দির থেকে রথযাত্রাটি বিকেল ৫টায় বের হয়। পথিমধ্যে সেউজগাড়ী আমতলা মোড় এলাকায় পৌঁছালে রথের গম্বুজটি রাস্তার উপরে থাকা হাইভোল্টেজের বৈদ্যুতিক তারের সংস্পর্শে আসে। রথের গম্বুজটি স্টিলের হওয়ায় বৈদ্যুতিক তারের সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে তারে আগুন লেগে যায়। এ সময় রথে থাকা এবং আশপাশের অন্তত ৩০ জন আহত হন। পরে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর পাঁচজন মারা যান।

খোঁজ খবর নিলেন মুখ্যমন্ত্রী

জিবি হাসপাতালে প্রথমবার হতে চলেছে কিডনি প্রতিস্থাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই।। রাজ্যের চিকিৎসা ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য দিন। সোমবার সকাল আটটায় আগরতলা জিবিপি হাসপাতালে প্রথমবারের মতো কিডনি প্রতিস্থাপন হতে চলেছে। রাজ্যের চিকিৎসা ইতিহাসে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

আজ আগরতলা গভঃ মেডিকেল কলেজের সুপার স্পেশালিটি ব্লকের নেফ্রোলজি বিভাগে এই সার্জারীর সাথে সংযুক্ত মেডিকেল টিম এবং কিডনি দাতা ও গ্রহীতার সাথে কথা বলে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের ইতিহাসে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। প্রথমবারের মতো রাজ্যে কিডনি প্রতিস্থাপন হতে চলেছে। তিনি বলেন, শুধুমাত্র একটি এ ধরনের অপারেশন নয়, আর প্রচুর রোগীরা রয়েছেন বলে জানা গেছে। তাই এবারে একে একে করে রাজ্যেই কিডনী প্রতিস্থাপন করতে পারবেন রাজ্যবাসীরা। চিকিৎসার জন্য বহি রাজ্যে যাওয়ার যে প্রবণতা অনেকটাই কমবে বলে আশা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, সোমবার সকাল আটটা থেকে শুরু হবে এই অপারেশন। প্রায় ৫ ঘন্টা সময় লাগবে এই অপারেশনে। মুখ্যমন্ত্রী জানান এই অপারেশনের জন্য দক্ষ ডাক্তারবাবুরা রয়েছেন। তারা ইতিমধ্যে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। পাশাপাশি মনিপুরের সিজা ফাউন্ডেশনের ২৫ জন এই অপারেশনে যোগদান করবেন। তারা ঘনঘন রাজ্যে

আসবেন বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই ফাউন্ডেশনের সঙ্গে ৫ বছরের মৌ স্বাক্ষরিত হয়েছে।

জমি মাফিয়াদের হাতে আক্রান্ত সরকারি কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই।। জমি মাফিয়াদের হাতে আক্রান্ত হলেন এক সরকারি কর্মচারী। আহত ব্যক্তির নাম প্রণব ভৌমিক। জানা গেছে, ইন্দ্রনগরস্থিত নিজ বাড়িতে তিনি আক্রান্ত হয়েছেন। ঘটনার খবর কি ঘটনা আসলে ছুটে গেলে আহত অবস্থায় ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে আনে পূর্ব থানার পুলিশ। বর্তমানে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ওই ব্যক্তি।

ঘটনার বিবরনে আক্রান্ত ব্যক্তি জানিয়েছেন, প্রতিদিনকার মতো তিনি কাজ ছেড়ে বাড়ি ফিরছিলেন। রাত ১০ টা নাগাদ এলাকার মাফিয়া হিসেবে পরিচিত তপন ঘোষ তার ভাই ও মা নিয়ে প্রণব ভৌমিকের বাড়িতে হামলে পরে। তিনি বেরিয়ে এলে মিথ্যা অভিযোগ এনে তাকে প্রচন্ডভাবে মারধোর করা হয়। তখন তিনি সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। পরবর্তী সময়ে পুলিশকে খবর দিতে তারা এসে আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার হয়ে হাসপাতালে নিয়ে আসে। আক্রান্ত ব্যক্তির দাবি অন্যকোনো ঘটনার রেশ ধরেই তারউপর আক্রমণ চালিয়েছে ওই অভিযুক্ত। ঘটনায় অভিযুক্তদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানিয়েছেন আক্রান্ত ব্যক্তি।

পুলিশ কনস্টেবলের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ ঃ মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৭ জুলাই।। এক পুলিশ কনস্টেবলের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ। প্রথম স্ত্রীকে না জানিয়ে আরো এক বিয়ে করার অভিযোগ উঠেছে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে।

ঘটনাটি ঘটেছে খোয়াই থানাধীন চেবরী পেত্নীছড়া এলাকায়।

ঘটনার বিবরনে জানা যায়, চেবরী পেত্নীছড়া এলাকার হরেকৃষ্ণ দেবনাথ (৪৩) ২০০৯ সালে সোনাতলা এলাকায় সামাজিকভাবে রূপা দেবনাথের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। বর্তমানে তাদের ১৩ বছর একটি মেয়ে সন্তান এবং চার মাসের একটি পুত্র সন্তান রয়েছে। বিগত পাঁচ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভক্ত ও ভগবানের মিলন উৎসব রথযাত্রা ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই ।। রথযাত্রা উৎসব হচ্ছে ভক্ত ও ভগবানের মিলন মহোৎসব। রথযাত্রা উৎসব আমাদের মনে করিয়ে দেয় ভগবান শুধু মন্দিরে পূজিত হননা, তিনি মন্দির ছেড়ে ভক্তদের কাছে রাজপথে নেমে আসেন। মানুষের বিশ্বাস রথযাত্রায় ভগবান তাঁর ভক্তদের কাছে ধারা দেন। আজ পূর্বাশা প্রাঙ্গনে ইসকন আয়োজিত রথযাত্রা মহোৎসবের উদ্বোধন করে মুখ্যমী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পৌরানিক কাল থেকেই রথাযাত্রা উদযাপনের কথা উল্লেখ রয়েছে। রথযাত্রা উৎসব সম্পর্কে বহ্ম পুরান, পদ্মপুরান, স্কন্ধ পুরান ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থেও উল্লেখ করা হয়েছে। অষ্টাদশ শতকে মোগল আমলে জয়পুরের মহারাজা রামসিং'র সময়ে রথযাত্রা উৎসব উদযাপিত হতো। উড়িশার রাজা ময়ুরভঞ্জ এবং পারলেখামুণ্ডি রথাযাত্রার আয়োজন করেছিলেন। পুরীতে যা এখন পৃথিবী বিখ্যাত পুরীর রথযাত্রা উৎসবে পরিণত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উড়িশার পুরী ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের মাহেশে দীর্ঘকাল ধরে রথযাত্রা মহাসমারোহে আয়োজিত হচ্ছে। রাজ্যেও বিভিন্ন স্থানে রথযাত্রা আনন্দমুখর পরিবেশে আয়োজিত হয়ে থাকে। গতবছর কুমারঘাটে দঃ খজনক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এবছর আগেই ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রাজ্যের সমস্ত জেলাশাসক, পুলিশ সুপার ও সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে রথের উচ্চতা, বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা, ফায়ার সার্ভিস এবং স্বাস্থ্য দপ্তরকে বিশেষভাবে সতর্ক থাকার জন্য বলা হয়েছে। অনন্দের মাঝে যেন বিষাদ নেমে না আসে সেদিকে সবাইকে নজর রাখার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, ইসকনের রথযাত্রা ঐতিহ্যবাহী ইসকন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পাশাপাশি নানা সামাজসেবা মুলক কর্মকাণ্ডে ও নিজেদের জড়িয়ে রেখেছেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন টিআইডিসি'র চেয়ারম্যান নবাদল বণিক, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার প্রমুখ।

মুহুরীঘাট এলাকায়

রিটেইনিংওয়াল নির্মান কাজ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৭ জুলাই।। বিএসএফ মুহুরিঘাট এলসিএসের কাছে রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণের কাজ আবার শুরু হয়েছে।

উল্লেখ্য, বিলোনিয়ার মুহুরীঘাট এলাকায় সিঙ্গেল রো ফেন্স (এসআরএফ) এর কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। তবে ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে, বেড়ার গোড়ার কাছে কিছু অংশে ভাঙন লক্ষ্য করা গেছে। যার জন্য নির্মাণ সংস্থা একটি রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ করছে। রিটেনিং ওয়াল নির্মাণের কাজ শুরু হলে বিজিবি এতে আপত্তি জানায় এবং কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ে পতাকা বৈঠকও হয়।

কিন্তু আইজি বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ার, প্যাটেল পীযূষ পুরুংষোত্তম দাস, আইপিএস বিজিবির আঞ্চলিক কমান্ডারের সাথে কথা বলে এবং বিষয়টি খতিয়ে দেখে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করা হয়। বিজিবি পরবর্তীতে কাজে সম্মতি প্রদান করেছে এবং এরই মধ্যে রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণের কাজ আবার শুরু হয়েছে।

আসন সমঝোতা নিয়ে ঊনকোটিতে বাম-কংগ্রেসের মধ্যে জটিলতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৭ জুলাই।। ঊনকোটি জেলায় ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেস ও সিপিএমের মধ্যে আসন সমঝোতা নিয়ে জটিল সমস্যা তৈরি হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। কোন পক্ষই প্রতিপক্ষকে পছন্দের আসন ছেড়ে দিতে নারাজ। শীঘ্রই এসব সমস্যার সমাধান না হলে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেস এবং সিপিআইএম ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে বলে ইতিমধ্যে ইঙ্গিত মিলেছে। গৌরনগর ব্লকে সি পি আই এম কংগ্রেস জোট কি ভেস্তে গেল। সি পি এম নেতা তথা বিভাগীয় সম্পাদক বিশ্বরূপ গোস্বামী এক সাক্ষাতকারে বলেছেন, কংগ্রেসের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময় কংগ্রেস **পঞ্চায়েত নির্বাচন** দল দাবি না মানায় জোট ভেস্তে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। তিনি বলেন, গৌরনগর ব্লকে পঞ্চায়েত সমিতির ১৩ টি আসন রয়েছে।আর গ্রাম পঞ্চায়তের ২১১ টি আসন আছে। তিনি বলেন, আমরা চেয়েছিলাম ৬টিসমিতির আসন এবং গ্রাম পঞ্চায়তের ২০ টি পঞ্চায়েতের প্রতি দুটি করে আসন। কিন্তু এই দাবি কংগ্রেস দল মানছে না। ফলে জোট হচ্ছে না।

২০১৯ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে সি পি আই এম দল খুবই খারাপ ফলাফল করেছে। দু-একটি পঞ্চায়েতে দু একটি আসন পেয়েছিল।বিধায়ক বীরজিত সিনহা বলেন, বিগত নির্বাচনে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সরকারি সাহায্য পেয়ে খুশি কল্যাণপুরের ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৭ জুলাই।। কৃষি ও কৃষক ভারতের অন্যতম একটি মেরুদন্ড স্বরূপ। কিন্তু হঠাৎ এই কৃষকদের উপর যখন প্রাকৃতিক দুর্যোগ নেমে আসে তখন ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে কৃষককুল দিশেহারা হয়ে যায়। তাঁদের তখন সরকারী ক্ষতি পূরণের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর করার কিছু থাকে না। ২০২৩ সালের নভেম্বর মাসে এমনই দুর্যোগ নেমে এসেছিল রাজ্যের বুকেও। প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড় ও বৃষ্টিতে কৃষির প্রভূত ক্ষতি হয়েছিল। খোয়াই জেলার কল্যাণপুরেও ক্ষতি নেহাত কম হয়নি।

সারা রাজ্যের সাথে গত বৃহস্পতিবার কল্যাণপুর ব্লক এর মিলনয়তনে এক অনুষ্ঠান করে ২৪৫০ জন ধান চাষী এবং ৫০০ জন সব্জি চাষীকে সরকারীভাবে ক্ষতিপুরন দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে কল্যাণপুর কৃষি তত্বাবধায়ক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ব্লক চেয়ারম্যান সোমেন গোপ, ভাইস চেয়ারম্যান রাজীব পাল, ব্লক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান ইন্দ্রানী দেববর্মা, আগরতলা থেকে আসা উপ কৃষি অধিকর্তা অলকা দেববর্মা প্রমুখ। ক্ষতিপূরণ ও খুব একটা কম নয়। শুধু কল্যাণপুর কৃষি মহকুমাতেই ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় প্রায় ৫৬ লাখ টাকার মতো। সেই সময় ঝড়ে আমন ও বোরো ধানের ক্ষতি হয়েছিল।

প্রায় ৪৫০ হেক্টর জমির ধান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সেই হিসাবে মোট ২৪৫০ জন ধান চাষীকে ক্ষতিপূরণ বাবদ দেওয়া হয় ৩৮. ২৫ লাখ টাকা। কোন কৃষকের কত হেক্টর জমির ফসল ক্ষতি হয়েছে সেই হিসাবে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। তাই ক্ষতিপূরণ বাবদ যে সবাই সমান টাকা পায় বিষয় টা এমন নয়।

জানা গেছে নভেম্বর এর ঝড়ে মোট ৯৫ হেক্টর জমির সব্জি নস্ট হয়।

প্রায় ৫০০ কৃষক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। সেই হিসাবে বৃহস্পতিবার ৫০০ সব্জি চাষী কে মোট ১৬. ১৫ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। জানা গেছে আমন ও বোরো ধানের ক্ষতি হয় প্রায় ৮০০০ হেক্টর কৃষি জমিতে। কৃষক রা ক্ষতিপুরন পাওয়াতে তারা যথেষ্ট খুশি। কারণ কৃষি কাজ করেই তাঁদের জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। বর্তমানে কল্যাণপুর কৃষি মহকুমার কৃষি তত্বাবধায়ক রূপক রায় ছুটি তে আছেন। তিনি আগামী ২৭ জুলাই কাজে যোগ দেবেন বলে প্রাথমিক খবর। বর্তমানে কল্যাণপুর কৃষি মহকুমার কৃষি তত্বাবধায়কের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন সুশান্ত দেব।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ২৬৫ ▫ ৮ জুলাই ২০২৪ ইং ▫ ২৩ আষাঢ় ▫ সোমবার ▫ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

নিরাপত্তা নিয়া সতর্কতা

দিল্লিতে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। জম্মু কাশ্মীরের নিরাপত্তা নিয়া এই বৈঠক। সম্প্রতি জঙ্গি হামলায় বেশ কিছু মৃত্যুর ঘটনা ঘটিয়াছে কাশ্মীরে। কিছুদিন পরেই অমরনাথ যাত্রা শুরু হইবে। প্রচুর তীর্থযাত্রী আসিবেন। সে কারণে প্রস্তুতিতে যাহাতে কোনো খামতি না থাকে তাহার আগাম প্রস্তুতি সারিয়া রাখিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। শাহ সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান জোরদার করিবার জন্য বিস্তৃত নির্দেশিকা দিয়াছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে জম্মু ও কাশ্মীরের বিরাজমান পরিস্থিতি সম্পর্কে জানানো হয়।তাহার পরেই তিনি এই সিদ্ধান্ত নেন। বৈঠকে অমিত শাহ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল, জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা, সেনাপ্রধান জেনারেল মনোজ পান্ডে, সেনাপ্রধান- মনোনীত লেফটেন্যান্ট জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব অজয় ভাল্লা, গোয়েন্দা ব্যুরোর পরিচালক তপন ডেকা, সিআরপিএফ-এর আধিকারিক অনীশ দয়াল। সিং, জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের আধিকারিক আরআর সোয়াইন এবং অন্যান্য শীর্ষ নিরাপত্তা কর্মকর্তারা।

এদিকে ফের সেনা জঙ্গি সংঘর্ষ ভূস্বর্গে, নিকেশ ৪ জঙ্গি, শহিদ ২ জওয়ান। ফের সেনা জঙ্গি সংঘর্ষে উত্তপ্ত কাশ্মীর। কাশ্মীরের কুলগাম জেলায় শুরু হয় সেনা- জঙ্গি সংঘর্ষ। ৪ জঙ্গিকে নিকেশ করিয়াছে সেনাবাহিনী। জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে শহিদ হইয়াছে ২ জওয়ানও।কাশ্মীরে এখন চলছে অমরনাথ যাত্রা। জঙ্গিরা ইতিমধ্যেই অমরনাথ যাত্রায় হামলা চালানোর হুমকি দিয়াছে। এর আগে একবার অমরনাথ যাত্রায় তীর্থযাত্রীদের বাসে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটিয়াছিল। তাহাতে বেশ কয়েকজন তীর্থযাত্রীর মৃত্যু হইয়াছিল। তারপরেই অমরনাথ যাত্রা উপলক্ষ্যে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। এবারএ সেই কড়াকড়ির অন্যথা হয়নি। তাহার মাঝেই জঙ্গিদের হামলার হুমকির ঘটনায় আরও সতর্ক হইয়া গিয়েছিল সেনা বাহিনী।গত কয়েক মাস ধরিয়া ভূস্বর্গে নতুন করিয়া উত্তেজনা ছড়িয়াছে। প্রথমে বেয়াসিতে বৈষ্ণোদেবী মন্দিরে যাওয়ার পথে তীর্থযাত্রীদের বাসে গুলি চালায় জঙ্গিরা। জঙ্গিদের গুলি চালানোয় খাদে পড়িয়া যায় বাসটি। তাহাতে কমপক্ষে ১০ জন তীর্থ যাত্রীর মৃত্যু হইয়াছিল। সেই ঘটনার দ্বায় স্বীকার করিয়াছিল পাক জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈবা।তাহার পরে আবার কাশ্মীরে সেনা ছাউনিতে হামলা চালায় জঙ্গিরা। কুলগামে চার জঙ্গিকে নিকেশ করিবার পরের দিনই রাজৌড়িতে সেনা ছাউনিতে এলোপাথারি গুলি চালায় জঙ্গিরা। সেই হামলাতেই ২ জওয়ান শহিদ হইয়াছেন।

পাকিস্তানি জঙ্গি সংগঠনগুলি নতুন করিয়া ভূস্বর্গে সক্রিয়তা বাড়াইতেছে বলিয়া মনে করিতেছে সেনা বাহিনী। পাকিস্তান থেকে ৩৭০ ধারা বিলুপ্তির পর জঙ্গি সংক্রিয়তা প্রায় নির্মুল করিয়া ফেলেছিল সেনা বাহিনী।

রবিবার রথের দিনে ভারী বর্ষণ উত্তরে, বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি দক্ষিণে

কলকাতা, ৭ জুলাই (হি. স.): রবিবার রথের দিন উত্তরে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়িতে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। একই ছবি দেখা যাবে উত্তর দিনাজপুরেও। রবিবার এই জেলাগুলিতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে হাওয়া অফিস। তবে সোমবার-মঙ্গলবার উত্তরে বৃষ্টি একটু কমতে পারে। কিন্তু বুধবার থেকে ফের উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় জারি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা।

এদিকে রবিবার দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলাতেই ভারী বৃষ্টির সতর্কতা নেই। তবে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে, জানিয়েছে হাওয়া অফিস। রবিবার কলকাতাতেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। কিন্তু বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হতে পারে কোনও কোনও জায়গায়। আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে, আগামী কয়েকদিন বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিই ভরসা দক্ষিণবঙ্গের। সঙ্গে আংশিক মেঘলা আকাশের দেখা মিলবে প্রায় প্রতিটা জেলাতেই।

সুরাটের বহুতলের ধ্বংসস্তুপে রবিবারও কয়েকজনের আটকে থাকার আশঙ্কা, উদ্ধারকাজ অব্যাহত

সুরাট, ৭ জুলাই (হি. স.): সুরাটের বহুতলের ধ্বংসস্তুপে রবিবারও অনেকের আটকে থাকার আশঙ্কা। শনিবার দুপুরে সুরাটের সচিন এলাকায় হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে একটি ছ""তলা ভবন। শনিবার রাত পেরিয়ে রবিবার সকালেও অনেকেই ধ্বংসস্তুপের নীচে আটকে রয়েছে বলে আশঙ্কা। উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে এনডিআরএফ ও এসডিআরএফের সদস্যরা। পাশাপাশি দমকলের কর্মীরাও উদ্ধারকাজে হাত লাগিয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

পুলিশসূত্রে খবর, এখনও বেশ কয়েকজন আটকে রয়েছে। তবে এক মহিলাকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁকে চিকিৎসার জন্য স্থানীয় হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তাঁর অবস্থা আপাতত স্থীতিশীল রয়েছে বলেই হাসপাতাল সূত্রের খবর।

সুরাটের কালেক্টর সৌরভ পারধি বলেন, দীর্ঘদিন ধরেই জরাজীর্ণ অবস্থায় ছিল এই ভবনটি। এটি ভেঙে পড়ার কারণে বেশ কয়েকজন এখনও আটকে রয়েছে। পুলিশ-সহ বাকি উদ্ধারকারী দল ধ্বংসস্তুপ সরানোর কাজ চালাচ্ছে। খুব শীঘ্রই আটকে থাকা লোকজনদের উদ্ধার করা হবে। একজন হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন, তিনি আপাতত বিপন্মুক্ত রয়েছেন। উল্লেখ্য, সুরাটের সচিন এলাকার এই ছয়তলা বিল্ডিংয়ে ৩০টি ফ্ল্যাটের মধ্যে মাত্র ৩-৪টিতে লোকজন থাকতেন। তবে সকালের দিকে অনেকেই বেরিয়ে গিয়েছিলেন। বিশেষ করে পরিবারের ছেলেরা ছিলেন না বলেই জানা যাচ্ছে। তাই বেশিরভাগ মহিলা আটকে পড়েছিলেন বলে জানা গেছে।

রথযাত্রা উপলক্ষ্যে জগন্নাথধাম পুরীতে সকাল থেকেই ভক্ত সমাগম

পুরী, ৭ জুলাই (হি. স.): রবিবার পবিত্র রথযাত্রা উপলক্ষ্যে ভক্ত সমাগম পুরীতে। এদিন সকাল থেকেই পুরীতে ভক্তদের ঢল। সেজে উঠেছে জগন্নাথ ধাম। রথযাত্রা হিন্দুদের কাছে অন্যতম বড় পবিত্র এবং প্রধান উৎসব। রথযাত্রা ঘিরে একাধিক বিশ্বাস ও প্রথা রয়েছে। পুরীর রথযাত্রা সবসময়েই বিশেষ আকর্ষণ। এই সময় সারা দেশ থেকে, এমনকী বিদেশ থেকেও ভক্ত ও উৎসাহীরা ভিড় জমান এখানে।

জানা গেছে, এদিন সকাল থেকেই পুরীতে শুরু হয়ে গিয়েছে রথযাত্রার আচার অনুষ্ঠান। এই প্রথম একই দিনে নবযৌবন, নেত্র উৎসব এবং রথযাত্রা। তাই ভিড়ে ভক্ত সমাগম পুরীতে। রথের চাকা ঘুরবে বিকেলে। রথের দড়ি টানতে ভিড় করবেন কাতারে কাতারে মানুষ।

হিমালয়ের রহস্যময় প্রাণী, ইয়েতি আসলে কী?

বিশ্বদীপ দে

অজানা রহস্যের কুয়াশা সভ্যতার গোড়া থেকেই ছড়িয়ে রয়েছে মানুষের মনে। কত রকমের কিংবদন্তি! বারমুডা ট্র্যায়াঙ্গেল হোক বা লকনেস মনস্টার, কিংবা মার্কিন মুলুকের মথম্যান তালিকা করতে বসলে হাজারো নাম আসবে। কিন্তু সেই তালিকায় একটা নাম হয়তো থাকবেই- ইয়েতি! আসলে মানুষের মনের মধ্যে বরাবরই রয়েছে রোমাঞ্চের প্রতি অদম্য আকর্ষণ। কেবল 'জয় বাবা ফেলুনাথ'-এর রুকুই নয়। আমরা সকলেই বিশ্বাস করতে চাই, সব সত্যি। অরণ্যদেব সত্যি, ক্যাপ্টেন স্পার্ক সত্যি, ডাকু গন্ডারিয়া সত্যি। এবং ইয়েতি তথা অ্যাবোমিনেবল স্নোম্যান, সেও সত্যি! 'ক্রিপ্টোজুলজি' নামের একটা বিষয় রয়েছে, সেখানে নানা বিচিত্র প্রাণীদের সম্পর্কে চর্চা করা হয়। সেখানে বিগফুট, লকনেস মনস্টার, চুপাক্যাব্রা, জার্সি ডেভিল নানা প্রাণীর দেখা মেলে। এবং অবশ্যই ইয়েতিও সেখানে রয়েছে। তবে সে না হয় মনের কোণে থাকা মিথের রোমাঞ্চ। বাস্তবে ব্যাপারটা কী? ইয়েতি আছে না নেই? যদি নাই থাকে, তাহলে এত বছর ধরে কেন টিকে রয়েছে সেই মিথ? কোথা থেকে তা জন্ম নিল?

ইয়েতি থাক বা না থাক, তার একটা দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। খোদ আলেকজান্ডার ইয়েতির কথা জানতেন। সেটা ৩২৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। জানা যায়, এদেশে এসে ইয়েতির কথা জানতে পেরে তিনি নাকি রহস্যময় প্রাণীটিকে দেখতে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। তবে শেষপর্যন্ত তিনি আদৌ তা দেখেছিলেন, তেমন কোনও প্রমাণ অবশ্য নেই। ড্যানিশ লেখক এইচ সিগারের মতে, হিমালয়ের বাসিন্দাদের মধ্যে ইয়েতির প্রতি বিশ্বাস বহু যুগের। সাম্প্রতিক অতীত, তাও প্রায় দুশো বছর আগের কথা, ১৮৩২ সালে জেমস প্রিন্সেপের লেখা 'জার্নাল অফ দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল' বইটিতে উল্লেখ রয়েছে লম্বা কালো চুলের দীর্ঘাকায় দ্বিপদী প্রাণীর কথা। পরবর্তী সময়ও পর্বত অভিযাত্রীরা অনেক উঁচুতে বরফে ঘেরা প্রতিকূল পরিবেশে চকিতের জন্য দীর্ঘদেহী মানুষের মতো প্রাণী দেখেছেন। দ্রুত সেটি মিলিয়ে গিয়েছে শীতল অন্ধকারে।

১৯৫১ সালে বিখ্যাত ব্রিটিশ অভিযাত্রী এরিক শিপটন দাবি করেন, তিনি এভারেস্টে ওঠার বিকল্প পথ অনুসন্ধান করার সময় বরফে দীর্ঘ পায়ের ছাপ দেখেছেন। কেবল দাবি করাই নয়, তিনি ছবিও তুলে আনেন। দেখা যায়, ওই ছাপ ১৩ ইঞ্চি লম্বা! বলতে গেলে সেই ঘটনাটিই সারা পৃথিবী ইয়েতির কথা ছড়িয়ে দিল। কেননা সেই প্রথম লেন্সবন্দি হল ইয়েতির পায়ের ছাপ! সেই শুরু। এর দুবছর পর তেনজিং নোরগে ও স্যার এডমন্ড হিলারি দাবি করলেন তাঁরাও এভারেস্টে ওঠার সময় বড় পায়ের ছাপ দেখেছেন। যদিও হিলারি পরে বলেছিলেন, ইয়েতি বলে কোনও প্রাণীর অস্তিত্ব বিশ্বাসযোগ্য নয়। আবার তেনজিং আত্মজীবনীতে লিখেছিলেন, তাঁর মতে, ইয়েতি আসলে বিরাট বাঁদর। তিনি না দেখলেও তাঁর বাবা দুবার এমন দীর্ঘ প্রাণী দেখেছেন। দ্বিতীয় আত্মজীবনীতে অবশ্য অন্য কথা লেখেন তেনজিং। জানিয়ে দেন, ইয়েতির অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান তিনি। কিন্তু এহেন দোলাচলের মধ্যেই ওই পাঁচের দশক থেকেই ইয়েতি লেজেন্ড গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। বহু দেশ থেকে অ্যাডভেঞ্চারিস্ট মানুষরা ছুটে এসেছেন হিমালয়ে, ইয়েতি দেখতে। নেপাল সরকার ইস্যু করতে থাকে ইয়েতি হান্টিং লাইসেন্স! যেখানে পরিষ্কার বলা হয়েছিল, ইয়েতির ছবি তোলা যেতে পারে বা তাকে বন্দিও করা যাবে। কিন্তু আত্মরক্ষার প্রয়োজন না পড়লে তাকে হত্যা করা যাবে না। আর যত ছবি তোলা হবে এবং কোনও ইয়েতির দেহ অথবা জ্যান্ত ধরতে পারলে তাকে নেপাল সরকারে কাছেই জমা দিতে হবে। এবং সবচেয়ে বড় কথা, ইয়েতির সন্ধান মিললে সেই সব প্রমাণ আগে প্রশাসনের কাছে জমা দিতে হবে। নিজেরা কলার তুলে সংবাদমাধ্যমকে ডেকে বললে হবে না। নিঃসন্দেহে কড়া শর্ত! বলাই বাহুল্য, লাইসেন্স দেওয়াই সার! ইয়েতির টিকির সন্ধানও মেলেনি। এখানে একটা কথা বলাই যায়। একটা পরিসংখ্যান পাওয়া যায়, স্কটল্যান্ড লকনেস মনস্টারকে (জলের ভিতর থেকে মাথা তোলা দীর্ঘদেহী প্রাণী যাকে দেখতে অনেকটাই ডাইনোসরের মতো) ঘিরে তৈরি হওয়া ট্যুরিজম থেকে বছরে ৬০ মিলিয়ন ডলার রোজগার করে। নেপাল কত উপার্জন করে, তেমন কোনও হিসেব মেলেনি। কিন্তু এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে বছরে একটা রোজগার তাদের নিশ্চিত ভাবেই হয়। কিন্তু ইয়েতি আজও কেবলই রহস্যে ঢাকা মিথের ভিতরে মুখ লুকিয়ে বসে রয়েছে।

তবু গত সাত দশকে ইয়েতি ফিরে ফিরে এসেছে যেন! এই কদিন আগে কয়েকজন বাঙালি অভিযাত্রী ক্যাম্প ওয়ান থেকে ক্যাম্প টুতে যাওয়ার সময় বরফের উপরে বড় বড় পায়ের ছাপ দেখতে পেয়েছিলেন। সাড়ে সাত ইঞ্চি লম্বা ও সাড়ে ছয় ইঞ্চি চওড়া সেই পায়ের ছাপের ছবিও তুলে এনেছেন তাঁরা। এর পর থেকে ফেরে বাঙালির আড্ডায় আরও একবার নতুন করে উঁকি দিতে শুরু করেছে ইয়েতি। আসলে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের টেনিদা যারা পড়েছে তাদের কাছে ইয়েতির এক অন্য আকর্ষণ রয়েছে। টেনিদা বলেছিল, "আসল ইয়েতি। তাকে নিয়ে ফষ্টিনষ্টি করতে যাসনি মারা পড়ে যাবি। আর তাকে কখনও দেখতেও চাসনি। না দেখলেই বরং ভালো থাকবি।" আবার টিনটিনের একটা গোটা কমিক্সই রয়েছে ইয়েতি নিয়ে। সেই কমিক্স কত কৈশোরকে যে রোমাঞ্চের কুয়াশামাখা পথের সন্ধান দিয়েছে! তবে ইয়েতি নিয়ে কিন্তু 'সিরিয়াস' গবেষণাও হয়েছে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে জিনতত্ত্বের অধ্যাপক ব্রায়ান সাইকস হিমালয়ের তুষারে উদ্ধার হওয়া চুল বা লোম নিয়ে ডিএনএ পরীক্ষা করেছেন। তাঁর দাবি, তুষারমানব-টানব কিস্যু নয়। ওটা নিছকই কোনও মেরুভালুকের। তবে তারা বহু হাজার বছর আগে পৃথিবীতে বাস করত। কিন্তু পৃথিবীর 'ফ্রিজে' অক্ষত রয়ে গিয়েছে আজও। আর তাকে নিয়েই তৈরি হয়ে গিয়েছে রহস্যঘন মিথ! যদিও পরে অন্য বিজ্ঞানীরা বলেন, মোটেই কোনও আদিম পৃথিবীর প্রাণীর নয়, ওই লোম আজকের পৃথিবীর সাধারণ মেরুভালুকের। তবে যাই হোক, লোমগুলি যে ভালুকের তাতে তাঁরা নিঃসন্দেহ। লেঙ্গুর থেকে তিব্বতি নীল ভালুক আরও নানা মত রয়েছে। তবে প্রকৃতপক্ষে ইয়েতি থাকুক বা না থাকুক, তাকে ঘিরে অনুসন্ধান চলেছে আজও। আর সন্ধান মিলুক না মিলুক, মনের গভীরে যাদের বাস তাদের চর্মচক্ষে না দেখলেও যে চলে সে কথা তো বলা অনর্থক। এই লেখার শুরুতেই বলা কথাগুলোই বলতে ইচ্ছে করে। অরণ্যদেব সত্যি, ক্যাপ্টেন স্পার্ক সত্যি, ডাকু গন্ডারিয়া সত্যি ইয়েতিও

মৃত্যু কি বিবেকানন্দকে কোনও দিন স্পর্শ করেছিল?

জনমানসে ১৯০২ সালের আজকের দিনে যে ছবিটি সবচেয়ে বেশি ঘোরাফেরা করে, তা হল— রাত নটা বেজে দুই মিনিটে অস্ফুট কান্নার আওয়াজ, মাথার এক পাশে হেলে পড়া, শ্বাস থেমে যাওয়া, এবং দাবানলের মতো খবর ছড়িয়ে পড়া— 'যোগবলে মহাসমাধি প্রাপ্ত হয়েছেন স্বামীজী।' এই ঐতিহাসিক ঘটনার রূপটি সরিয়ে যদি দেখা যায়, দেখব— মৃত্যুর মধ্য দিয়ে দেহাবসানের ঘটনাকে নিতান্তই তুচ্ছজ্ঞান করতেন বিবেকানন্দ। জাগতিক, ক্ষণজীবী একটি দেহের 'নেই' হয়ে যাওয়াই কেবল মৃত্যু? এত বিরাট ধারণার এত সহজ উত্তর? মৃত্যুকে বিবেকানন্দ খুঁজেছিলেন জীবন দিয়ে; সংজ্ঞায়িত করেছিলেন অন্য ভাবে। শুভংকর ঘোষ রায় চৌধুরী

চৌঠা জুলাই তো না হয় বুঝলাম, কিন্তু মৃত্যু কি স্বামী বিবেকানন্দকে কোনও দিন স্পর্শ করতে পেরেছিল আদৌ? আধুনিক কালে অদ্বৈতজ্ঞানের চলমান প্রকাশ তিনি— এক বই দুই নেই যার, তাঁর কীসের জন্ম? কীসেরই বা মৃত্যু? অন্তত আচার্য শঙ্কর তাঁর নির্বাণষটকমএ তাইই বলছেন। কিন্তু বৈপরীত্যে ভরা বিবেকানন্দের জীবন। একদিকে তিনি যেমন জেনেছিলেন 'জীবন মরণের সীমানা'র পারে দাঁড়িয়ে থাকা চৈতন্যকে, উপলব্ধি করেছিলেন স্বরূপ, তেমনই কেবল সেটুকু নিয়েই নিজের খ্যাতি ও বৈভবের 'আইভরি টাওয়ার'-এ বসে কাটিয়ে দিতে পারেননি গোটা জীবন। মৃত্যু তাঁকে স্পর্শ করেছিল আলবাত— আক্ষরিক ভাবে ও দ্যোতনায়।

জনমানসে ১৯০২ সালের আজকের দিনে যে ছবিটি সবচেয়ে বেশি ঘোরাফেরা করে, তা হল— রাত নটা বেজে দুই মিনিটে অস্ফুট কান্নার আওয়াজ, মাথার এক পাশে হেলে পড়া, শ্বাস থেমে যাওয়া, এবং দাবানলের মতো খবর ছড়িয়ে পড়া— 'যোগবলে মহাসমাধি প্রাপ্ত হয়েছেন স্বামীজী।' এই ঐতিহাসিক ঘটনার রূপটি সরিয়ে যদি দেখা যায়, দেখব— মৃত্যুর মধ্য দিয়ে দেহাবসানের ঘটনাকে নিতান্তই তুচ্ছজ্ঞান করতেন বিবেকানন্দ। জাগতিক, ক্ষণজীবী একটি দেহের 'নেই' হয়ে যাওয়াই কেবল মৃত্যু? এত বিরাট ধারণার এত সহজ উত্তর? মৃত্যুকে বিবেকানন্দ খুঁজেছিলেন জীবন দিয়ে; সংজ্ঞায়িত করেছিলেন অন্য ভাবে। প্রথম জীবনে পিতা বিশ্বনাথ দত্তের দেহাবসানে সংসারে চরম দারিদ্র ও অনটন দেখেছিলেন নরেন্দ্রনাথ। দেখেছিলেন, সুসময় পেরিয়ে গেলে আত্মীয়ও কেমন হয়ে উঠতে পারে পর! কাজেই, শরীরী মৃত্যু যে তাঁকে কিছুই দেয়নি, এমন বলা হয়তো অনুচিত হবে। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাবসানের পর যখন গুরুভায়েরা মিলে বরাহনগরের পোড়ো বাড়িতে থাকা শুরু করেছেন, নিরন্তর সাধনায় মত্ত সবাই। খাওয়া, ঘুম তো ছার, জগৎ ভুল হয়ে যায়— এমন অবস্থা। ভবিষ্যৎ কী? তা কতটা অনিশ্চিত? এইসব ভাবতে ভাবতে নরেন্দ্রনাথ টের পেতেন, নিশ্চিত বলে জেনে আসা এতদিনের জগৎটার সঙ্গে তাঁর যে মায়ার বন্ধন, যেন আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছে। পিতৃবিয়োগ ও গুরুবিয়োগ সামলে ওঠা ২৪ বছর বয়সি ছেলেটি বাগবাজার পুলের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নিজের মনে বিড়বিড় করতেন প্রায়শই, 'আমার মায়া মরে গেছে!' গিরিশ ঘোষের ভাই অতুল ঘোষ একবার সেকথা শুনে ফেলেছিলেন। প্রিয়তম দুই মানুষের দেহাবসানের আঘাত ও পরবর্তী ঘটনাক্রম আরও বড় এক মৃত্যুর মঞ্চ সাজিয়েছিল নরেন্দ্রের মনে— মায়ার মৃত্যু! 'পরকে আপন' করার পথে, 'আপনারে পর' করে যে মরণ, তাকে আলিঙ্গন করেছিলেন সেই যুবক। বরানগর মঠ ছিল এই বাড়িটিই পরবর্তী সময়ে, পরিব্রাজক রূপে সমগ্র ভারত পরিক্রমার সময়ে বিবেকানন্দ একেবারে কাছ থেকে দেখেছিলেন দারিদ্রের অক্ষিকোটর, শোষণ ও নিপীড়নের হিংস্র দাঁতনখ। কীভাবে অনাহারে, অবহেলায়, সামান্য বস্ত্র বা অন্নের অভাবে মরে যাচ্ছে দুঃস্থ ভারতবাসী, অসহায় ভাবে দেখেছিলেন বিবেকানন্দ ও কেঁদেছিলেন প্রতিকার খুঁজে না পেয়ে। নিজসাধনে লাভ করা যে ব্রহ্মজ্ঞান, কেবল তা নিয়েই কি খুশি থাকতে পারতেন তিনি? বিদেশে, ধর্মমহাসভায় গিয়েছেন যখন, একদিকে যেমন হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধি হয়ে প্রচার করতে গিয়েছেন বেদান্তের আলোকময় বার্তা, তেমনই অন্যদিকে খোঁজ নিতে গিয়েছেন পাশ্চাত্যের প্রযুক্তি, শিল্প, প্রভৃতির। তাদের মধ্য দিয়েই নিজের দেশের জন্য নিয়ে আসতে হবে রুজিরুটির সন্ধান, রুখতে হবে মৃত্যুর বুভুক্ষু মিছিল। ওই যে বলছিলাম, মৃত্যু তাঁকে স্পর্শ করেছিল আলবাত, তবে ঠিক সেভাবে নয় যেভাবে আমাদের সে ধরে।

উনিশ শতাব্দীর শেষ ও বিশ শতকের শুরুতে কলকাতায় প্লেগে অসংখ্য মানুষকে মরতে দেখে ছটফট করে ওঠেন বিবেকানন্দ— বাঁচা-মরার তোয়াক্কা না করে নেমে পড়েন প্লেগ-নিবারণের কাজে। সেবার অর্থ ফুরিয়ে আসে; নির্দিধায় বেচে দিতেও প্রস্তুত ছিলেন সদ্য-প্রতিষ্ঠিত মঠ ও জমি। সে অবশ্য করতে হয়নি শেষ অবধি। তবে প্লেগের প্রাদুর্ভাবে বিবেকানন্দের সেবা এখনও মঠ ও মিশনের ইতিহাসে প্রবাদপ্রতিম।

শরীরী মৃত্যুর ভয়, আশঙ্কা, হাতছানি বারবার এসেছে বিবেকানন্দের চৌকাঠে। তিনি জীবনভর খুঁজতেন 'মানুষ'কে; আর সেই 'মানুষের' অপমৃত্যু তাঁকে দর্শনের 'এলিটিজম' থেকে জীবনযুদ্ধে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে বারবার। তাঁর কাছে মৃত্যু যেন জীবনকে বারবার খুঁজে পাওয়ার পথে নিত্যনতুন চ্যালেঞ্জ! তবে, এই দেহের অবসান, অবসানের আশঙ্কা, বা আঘাত— সবকিছুর অন্য পারে বিবেকানন্দ মৃত্যুকে নতুন করে চিনেছিলেন মানবমনের অসারতার মধ্য দিয়ে। তাঁর লেখায়, বক্তৃতায় বারবার উঠে আসে হৃদয়হীন, অনুদার, সংকীর্ণ মনের সঙ্গে মৃত্যুর তুলনা। নিউইয়র্ক থেকে ১৯ নভেম্বর, ১৮৯৪ সালে আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লেখা চিঠিতে বিবেকানন্দের ভাস্বর অক্ষরগুলি জেগে থাকে— "প্রেমই জীবন— উহাই জীবনের একমাত্র গতিনিয়ামক; স্বার্থপরতাই মৃত্যু, জীবন থাকিতেও ইহা মৃত্যু, আর দেহাবসানেও এই স্বার্থপরতাই প্রকৃত মৃত্যুস্বরূপ। পরোপকারই জীবন, পরহিতচেষ্টার অভাবই মৃত্যু। শতকরা নব্বই জন নরপশুই মৃত, প্রেততুল্য, কারণ হে যুবকবৃন্দ, যাহার হৃদয়ে প্রেম নাই, সে মৃত ছাড়া আর কি?" এই জীবন্মৃত অবস্থাকেই সর্বান্তকরণে ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন স্বামীজী— তাঁর নিজের ভাষায়। সম্ভবত এইই ছিল তাঁর কাছে মৃত্যুর উপযুক্ত সংজ্ঞা। আত্মম্ভরী, সুবিধাবাদী, পরাশ্রয়ী, পরজীবী যাপনকে তিনি ভেবেছেন দেহাবসানের চেয়েও ভয়ানক মৃত্যু। তাই বারবার মনে করাতেন উপনিষদের অভয়বাণী— "অভীঃ" ---নির্ভয়ে এগিয়ে চলো জীবনসংগ্রামে। আমাদের অসীম চৈতন্যসাগরে জন্ম আর মৃত্যু অগুনতি ছোট ছোট ঢেউ ছাড়া আর কী! একটি উঠলে অপরটি পড়বে। ওঠা, বা পড়া— কোনওটাই হাতে নেই যখন, মরার আগে যেন মরে না যায় মানুষ, এইই ছিল তাঁর চাওয়া। আজও, তাঁর প্রয়াণদিবসে যদি মৃত্যুর খোঁজে 'বাণী ও রচনা'র একটি পাতাও ওলটাই, দেখব— প্রাণ, শুধু প্রাণ পড়ে আছে!

কৃষ্ণগহ্বর থেকে নিউট্রিনো

উচ্ছ্বাস তৌসিফ

জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানে আগ্রহী অথচ ব্ল্যাকহোল বা কৃষ্ণগহ্বরের কথা শোনেনি, এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। মহাকর্ষের শক্তি সেখানে আলোর বেগের চেয়েও বেশি। ফলে সেখান থেকে পালাতে পারে না কোনো কিছুই। যে খাঁচার ভেতরে অচিন পাখি একবার ঢুকলে আর বেরোতে পারে নাসহজ কথায় তা-ই কৃষ্ণগহ্বর।

কোয়াসার শব্দটা একটু কম শোনা গেলেও এটা মোটামুটি পরিচিত শব্দ। মহাকাশে মানুষের দেখা সবচেয়ে দূরবর্তী উজ্জ্বল জিনিস এই কোয়াসার। কিন্তু জিনিসটা আসলে কী? বিশাল কোনো নক্ষত্র? সুপারনোভার মতো কিছু? কোয়াসারের ব্যাপারটা বুঝতে হলে সেই কৃষ্ণগহ্বরের কাছেই আবার ফিরে যেতে হবে। যে প্রশ্নটা থেকে শুরু করা যায়, তা হলো কৃষ্ণগহ্বর কোথায় থাকে?

কৃষ্ণগহ্বর থাকে মূলত গ্যালাক্সির কেন্দ্রে। এমনকি আমাদের মিল্কিওয়ের কেন্দ্রেও বিপুল ভরের এক কৃষ্ণগহ্বর আছে। এদের ভর মোটামুটি মিলিয়ন থেকে বিলিয়নখানেক সৌরভরের সমান হয়। আগেই বলেছি, এর ভেতরের প্রবল মহাকর্ষীয় টান আলোকেও আটকে ফেলে, গিলে নেয় অনায়াসে। আমাদের সৌভাগ্য, এই রাক্ষুসে খিদের দৌরাত্ম্য আসলে তার চারপাশের ঘটনা দিগন্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। তবে ঘটনা দিগন্তের বাইরেও এর কিছুটা প্রভাব তো পড়েই (আসলে অনেক বেশিই পড়ে। ভুলে গেলে চলবে না, সূর্য যেমন তার ভর দিয়ে সৌরজগতকে ধরে রেখেছে, তেমনি একটা গ্যালাক্সির সবকিছুকে ধরে রাখে কৃষ্ণগহ্বর)। এই প্রভাবের ফলেই কিছু কৃষ্ণগহ্বরের ঘটনা দিগন্তের একটু বাইরে চারপাশজুড়ে জমা হয় গ্যাসের দলা, ধুলাবালু এবং মহাকাশে ভেসে বেড়ানো পাথরখণ্ড। মথ যেমন আলোর বুকে আত্মাহুতি দেয়, তেমনি এরাও কৃষ্ণগহ্বরের বুকে আত্মবলি দেওয়ার অপেক্ষায় থাকে। যখন এই গ্যাসের দলা বা চারপাশে জমা পদার্থের কিছু কৃষ্ণগহ্বরের ঘটনা দিগন্তের ভেতর পড়ে যায়, শক্তির রূপান্তর ঘটে। বস্তুটির মহাকর্ষীয় শক্তি বদলে যায় আলোতে। ফলে গ্যালাক্সির কেন্দ্রে প্রচণ্ড উজ্জ্বলতা তৈরি হয়। এ ধরনের গ্যালাক্সির কেন্দ্রগুলোকে বলা হয় সক্রিয় গ্যালাক্সি কেন্দ্র। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার বিপুল পরিমাণ পদার্থের কণা উগরে দেয়। এই কণারা মহাবিশ্বের মধ্য দিয়ে ছুট দেয় আলোর বেগে। এ ধরনের গ্যালাক্সি কেন্দ্রগুলোকেই বিজ্ঞানীরা বলেন কোয়াসার। সবই তো বোঝা গেল, এর মধ্যে ব্ল্যাজার কই?

সেন্টোরাস এ গ্যালাক্সির সক্রিয় কেন্দ্র। পদার্থ উগরে দেওয়ার সময় একই সঙ্গে বেরিয়ে আসছে এক্সরশ্মি, মাইক্রোওয়েভ এবং দৃশ্যমান আলো। শিল্পীর তুলিতে সক্রিয় গ্যালাক্সি কেন্দ্র।

আসলে কোনো সক্রিয় গ্যালাক্সি কেন্দ্র যখন সোজা পৃথিবীর দিকে ফিরে থাকে এবং পদার্থের কণা উগরে দেয়, তাকে বলা হয় ব্ল্যাজার। কোয়াসার আর ব্ল্যাজারের মধ্যে এমনিতে আর কোনো পার্থক্য নেই। আমাদের পাঠ্যবইতে যদি কোয়াসার আর ব্ল্যাজারের কথা থাকত, তাহলে নিশ্চিতভাবেই একটা আপ্তবাক্য লেখা থাকত, সব ব্ল্যাজারই কোয়াসার, কিন্তু সব কোয়াসার ব্ল্যাজার নয়!

কথা হলো ব্ল্যাজার নিয়ে এত ঢাক পেটানোর আছেটা কী? নিউট্রিনো নামে এক ধরনের কণা আছে। ছলনাময়ী এই কণারা সহজে ধরা দিতে চায় না। অথচ প্রতিমুহূর্তে শত-সহস্র নিউট্রিনো পৃথিবীর মধ্য দিয়ে, এমনকি মানুষের দেহের মধ্যে দিয়েও ছুটে যাচ্ছে অবিরাম। এদের ধরার জন্য বিজ্ঞানীরা বরফের বুক খুঁড়ে ফাঁদ পাতলেন। বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যয় করে বসানো হলো টেলিস্কোপ, বানানো হলো অবজারভেটরি বা পর্যবেক্ষণাগার। নাম দেওয়া হলো আইসকিউব অবজারভেটরি। বরফের বুকের ভেতরে বসে সেই টেলিস্কোপ পৃথিবীর উল্টো দিকের আকাশে তাকিয়ে রইল। নিউট্রিনোর মতো আর কোনো কণা পৃথিবীকে এমন করে পেরিয়ে যেতে পারে না। মিথস্ক্রিয়া করে সাধারণ বস্তুর সঙ্গে। কাজেই কোনো কণা যদি পৃথিবীর উল্টো দিকের আকাশ থেকে ছুটে এসে আইসকিউব অবজারভেটরির টেলিস্কোপে ধরা পড়ে, তাহলে বোঝা যাবে, এই হলো সেই নিউট্রিনো।

২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে আইসকিউব অবজারভেটরিতে ব্ল্যাজার থেকে ছুটে আসা নিউট্রিনো শনাক্ত করা হয়েছে।

অর্থাৎ ব্ল্যাজাররা যখন প্রবল শক্তিতে সোজা আমাদের দিকে তাক করে কামান দাগে, সেই শক্তি থেকে জন্ম নেয় বিপুল শক্তিধর নিউট্রিনো। আলোর বেগে ছুট দেয় নিউট্রিনোর দল। যেহেতু এরা সহসা কারও সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করে না, ফলে আমাদের দিকে ছুটে আসার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। আর এদের যখন ধরা যায়, জানা যায় দারুণ সব তথ্য। কারণ এই নিউট্রিনোরা কারও সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া না করলেও যে পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে, সে পথের সব তথ্য সে নিয়ে আসে সঙ্গে করে। আর যে নিউট্রিনোরা ব্ল্যাজার থেকে আসছে, তারা নিয়ে আসে সেই সক্রিয় গ্যালাক্সি কেন্দ্রের তথ্য। বিজ্ঞানীরা এই তথ্য বিশ্লেষণ করে সংশ্লিষ্ট কৃষ্ণগহ্বরের ব্যাপারে চমৎকার সব তথ্য জানতে পারেন। সম্প্রতি নভোটেলিস্কোপ ইভেন্ট হরাইজন কৃষ্ণগহ্বরের ব্যাপারে বেশ কিছু তথ্য দিয়েছে। হয়তো বছর শেষ হওয়ার আগে পাওয়া যেতে পারে প্রথম কৃষ্ণগহ্বরের ছবি। তবে এর আগে আমাদের কৃষ্ণগহ্বর জ্ঞানের খুব গুরুত্বপূর্ণ এক উৎস ছিল ব্ল্যাজার থেকে ছুটে আসা এই নিউট্রিনোরা। মহাবিশ্বের সবচেয়ে অন্ধকার জিনিসটির চারপাশ ঘিরে তৈরি হয় মহাবিশ্বের সবচেয়ে উজ্জ্বল জিনিসগুলোর একটি, বাতির নিচে অন্ধকারের এর চেয়ে চমৎকার উদাহরণ আর কয়টি আছে?

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

নিখিল ত্রিপুরা শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কর্পোরেটন রত্না দত্ত সহ অন্যান্যরা। নিজস্ব ছবি।

কারখানার চুল্লি বিস্ফোরণে তরল লোহায় গুরুতরভাবে ঝলসে গেলেন কর্মরত ৯ জন শ্রমিক

বাঁকুড়া, ৭ জুলাই (হি. স.) : কারখানার চুল্লি বিস্ফোরণে তরল লোহায় গুরুতরভাবে ঝলসে গেলেন কর্মরত ৯ জন শ্রমিক। এই ঘটনায় কারখানায় শ্রমিক সুরক্ষায় কতৃপক্ষের গাফিলতির অভিযোগ তুলে কারখানার ভিতরে বিক্ষোভ দেখান কর্মীরা। শনিবার রাত ৮ নাগাদ অর্জুন দাস প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি ক্ষুদ্র ইস্পাত কারখানায় এই ঘটনা ঘটে। জানা গেছে লৌহ আকরিক গলানোর চুল্লিতে আচমকা বিস্ফোরণ ঘটে।বিস্ফোরণে তরল লোহা জলের মত অবস্থায় চারিদিকে ছিটকে পড়ে। যে শ্রমিকরা ওই লোহা গলানোর কাজে যুক্ত ছিলেন তাদের মধ্যে ৯ জন ফুটন্ত তরলে ঝলসে যান। বেশ কয়েক জনের গায়ের চামড়া খুলে পড়ে যায়। জখম শ্রমিকদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য কারখানার ভিতরে কোনও গাড়ি ছিল না। এই অবস্থায় যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকেন জখম শ্রমিকরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন বড়জোড়ার বিধায়ক অলক মুখার্জি ও ঘুটগোড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গণেশ মন্ডল। তারাই বাইরে থেকে গাড়ির ব্যবস্থা করে জখমদের বড়জোড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসেন।প্রাথমিক চিকিৎসার পর ৮ জনকে দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। রবিবার হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে ৩ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাদের আইসিইউতে রাখা হয়েছে। এই ৩ জনের মধ্যে গঙ্গা সাগর ও সোনু পাশওয়ান বিহারের ও পরেশ রায় স্থানীয় বাসিন্দা। বিধায়ক অলক মুখার্জী কারখানা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলে বলেন, চিকিৎসার সমস্ত খরচ ও সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত পুরো মাইনে দিতে হবে কতৃপক্ষ কে। সিপিআইএম নেতা সুজয় চৌধুরীর অভিযোগ শাসকদলের নেতাদের সঙ্গে আঁতাত করেই বড়জোড়া শিল্পাঞ্চলের কারখানা মালিকরা শ্রমিক সুরক্ষার বিষয়ে যেমন উদাসীন তেমনি নানা সুবিধা থেকে বঞ্চিত করছেন। আমরা বারবার শ্রম আধিকারিকদের কাছে অভিযোগ জানিয়েও কিছু আদায় করে দিতে পারিনি। বিজেপির বড়জোড়া মন্ডল সভাপতি গোবিন্দ ঘোষ দাবি করেন, বড়জোড়া শিল্পতালুকে এরকম দুর্ঘটনা ঘটেছে তারপরও মালিকদের হুঁস ফেরেনি তার একটাই কারন তৃণমূল নেতাদের মদত। এবিষয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কারখানা কর্তৃপক্ষের এক আধিকারিক বলেন, সুরক্ষার বিষয়ে আমরা আপোষ করিনা। কিন্তু কিভাবে দুর্ঘটনা ঘটল বুঝতে পারছি না। কারণ নিয়মিত যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করা হয়।

অন্ধ্রে সিমেন্ট কারখানায় বিস্ফোরণ, জখম ১৬

বিজয়ওয়াড়া, ৭ জুলাই (হি. স.): অন্ধ্রপ্রদেশের এনটিআর জেলার এক সিমেন্ট কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ। রবিবার বিস্ফোরণের তীব্রতায় গোটা এলাকা কেঁপে ওঠে। ভয়াবহ এই বিস্ফোরণে ১৬ জন গুরুতর জখম হয়েছেন বলে জানা গেছে।
জানা যাচ্ছে, আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ৩ জনের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক। কীকরে এই বিস্ফোরণ ঘটল তা স্পষ্ট নয়। তদন্ত শুরু হয়েছে। ঘটনাস্থলে যায় বিশাল পুলিশ বাহিনী ও দমকল বাহিনী। আহতদের দেখতে হাসপাতালে যান প্রশাসনিক কর্তারা।

শিলিগুড়িতে ইসকনের রথযাত্রায় ভক্তের ঢল

শিলিগুড়ি, ৭ জুলাই (হি. স.) : শ্রীক্ষেত্র পুরীধামে রথযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য তথা দেশ ও বিশ্বের অন্যত্রও পালিত হল প্রভু জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসব। শিলিগুড়িতেও এবছর আড়ম্বরের সঙ্গে পালিত হয় ইসকনের রথযাত্রা। ইসকনের রথযাত্রার এবার ৩৫তম বছর। রবিবার ইসকন মন্দির থেকে জগন্নাথদেবের রথের উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। বলরামের রথের উদ্বোধন করেন এসএসবির আইজি সুধীর কুমার। সুভদ্রাদেবীর রথের যাত্রার সূচনা করেন তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ।এদিন ইসকনের রথ শিলিগুড়ির বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে ডাবগ্রাম সূর্যনগর ময়দানে তৈরি জগন্নাথ দেবের মাসির বাড়িতে গিয়ে শেষ হয়। কাতারে কাতারে ভক্ত ইসকনের রথরে রশি টানতে ভিড় করেন। এছাড়াও পরিবেশের সার্বিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে বৃক্ষরোপণ, সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ, নেশামুক্ত সমাজ গঠন সংক্রান্ত প্রচারও করা হয়। সার্বিকভাবে রথযাত্রা অনুষ্ঠানটি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন

দলীয় কার্যালয়ে শেষকৃত্য করা যাবে না আমস্ট্রংয়ের, নির্দেশ আদালতের

চেন্নাই, ৭ জুলাই (হি. স.) : নিহত বহুজন সমাজবাদী পার্টির নেতা আমস্ট্রংয়ের দেহ কার্যালয়ে সমাহিত করা যাবে না, রবিবার একথা জানিয়েছে মাদ্রাস হাইকোর্ট। তিরুভাল্লভর দলীয় কার্যালয়ে আমস্ট্রংয়ের দেহ সমাহিত করার অনুমতি চেয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী। তবে আদালত জানায়, ওই কার্যালয় জনবহুল এলাকায়, সরু গলির ভেতর অবস্থিত। সেখানে কোনওভাবেই ভিড়ের পরিস্থিতি তৈরি করা যাবে না। অন্যথায় পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনা ঘটতে পারে। পরিবর্তে সেখানকার ব্যাক্তিগত মালিকানাধীন জমিতে সমাহিত করা যেতে পারে বলে জানানো হয়েছে। সঙ্গেই আদালত নির্দেশ দিয়েছে, বিএসপি নেতার এই শেষকৃত্য অনুষ্ঠান শান্তিপূর্ন ভাবে সম্পন্ন হতে হবে।
রবিবারই বিএসপি নেতা কে আমস্ট্রংয়ের মৃত্যুতে সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছিলেন মায়াবতী। এদিন প্রয়াত নেতার বাড়ি যান দলনেত্রী। সঙ্গী ছিলেন ভাইপো আকাশ। তারপরেই সিবিআই তদন্ত নিয়ে সুর চড়ান। উল্লেখ্য, দিনকয়েক আগে বাড়ির কাছেই একদল দুষ্কৃতীর হাতে খুন হন তামিলনাড়ুর বিএসপি নেতা কে আমস্ট্রং।
রবিবার মায়াবতী বলেন, রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে। মূল অভিযুক্তরা ধরা না পড়ার ঘটনাকে সামনে এনে বলেন, রাজ্য সঠিকভাবে তদন্ত চালালে অপরাধীরা জেলে থাকত। সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিনের কাছে তিনি সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছেন।

ব্যাঙ্গুলুরুতে কাঁকসার নার্সিং পড়ুয়ার রহস্যজনক মৃত্যু

দুর্গাপুর, ৭ জুলাই (হি. স.) : নার্সিং পড়তে গিয়ে ভিনরাজ্যে রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হল কাঁকসার গোপালপুরের এক ছাত্রীর। রবিবার ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোপালপুর গ্রামে। খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন ঘটনাস্থল ব্যাঙ্গালুরু রওনা দিয়েছেন। জানা গেছে, মৃত ওই ছাত্রীর নাম দিয়া মণ্ডল (২১)। গোপালপুর উত্তর পাড়ার সত্যনারায়নপল্লীর বাসিন্দা। তার বাবা দেবাশিষ মন্ডল। তিনি রাঁধুনির কাজ করেন। রান্নার কাজ করে সংসার চালান। তাঁর একমাত্র মেয়ে দিয়া। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, স্নাতক পাস করার পর সে ব্যাঙ্গালুরুতে মাদার টেরেসা গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউশনে নার্সিং নিয়ে পড়ছিল। নার্সিং পড়াশুনা শেষ করে সংসারের হাল ধরতে চেয়েছিল দিয়া।জানা গেছে, প্রতিদিনই নিয়ম করে দিয়া সন্ধ্যেবেলা মায়ের কাছে ফোন করে কথা বলতো। রোজকার মতই শুক্রবার সন্ধ্যে নাগাদ দিয়া মায়ের সাথে কথা বলে। তখনও ঘুণাক্ষরেও তার মা টের পাইনি এরকম মর্মান্তিক পরিনতি হবে মেয়ের। ফোনে কথা বলার ঘন্টা দুয়েক পর দিয়ার এক সহপাঠী বাড়িতে ফোন করে জানায় দিয়া মারা গিয়েছে। আর আকস্মিক ওই খবর জেনে মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ার মত পরিস্থিতি হয় মন্ডল দম্পতির। জানা গেছে, হোস্টেলের বিছানায় ঝুলন্ত অবস্থায় তার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। খবর চাউর হতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। শোকস্তব্ধ হয়ে পড়ে প্রতিবেশীরা। স্থানীয় বাসিন্দা জয়দেব সরকার জানান,' দিয়া পড়াশোনায় খুব ভালো। পরিবারও খুবই ভাল। দিয়া নিজেও মিস্টি স্বভাবের মেয়ে। এরকম একটি মেয়ের কিভাবে মৃত্যু হল, ভাবতে অবাক লাগছে। তাই ঘটনার তদন্তের আর্জি জানাচ্ছি।' দিয়া বাবা দেবাশীষ মন্ডল ফেনে জানান,' রান্নার কাজ করে মেয়েকে পড়াশোনা করতে পাঠিয়েছিলাম। মেয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে চেয়েছিল। গোটা ঘটনা আমাদের কাছে ধোঁয়াশা লাগছে। পুলিশ বলছে, পারিবারিক কারন হতে পারে। কিন্তু, বাড়িতে কোনরকম কোন অশান্তি হয়নি। সন্ধ্যা তার মায়ের সঙ্গে রোজকার মতই কথা বলেছে। আমরা ব্যাঙ্গালুরু পৌঁছেছি। থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হচ্ছে। পুলিশ তদন্ত করছে।'

চোর সন্দেহে ভাঙড়ে যুবককে পিটিয়ে 'খুন'

ভাঙড়, ৭ জুলাই (হি. স.) : ফের রাজ্যে গণপিটুনির ঘটনা। এবার ঘটনাস্থল দক্ষিণ ২৪ পরগণার ভাঙড়। চোর সন্দেহে যুবককে পিটিয়ে 'খুন' এর অভিযোগ। ভাঙড় থানা থেকে ৫০০ মিটার দূরত্বে ঘটেছে এই খুনের ঘটনা ঘটেছে। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্তে পুলিশ।
জানা গিয়েছে, ভাঙড় থানা থেকে কিছুটা দূরেই চোর সন্দেহে এক যুবককে বেধড়ক মারধর করা হয়। ঘটনাটি ঘটে রবিবার ভোরবেলা। ওই অবস্থাতেই রাস্তায় ফেলে রাখা হয় যুবককে। সকালে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত যুবকের নাম আজগর মোল্লা।
স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই এলাকায় বেশ কয়েকদিন ধরেই একের পর এক চুরির ঘটনা ঘটছিল। রাতে পাহারাদার রাখা হলেও চুরি কমেনি।
এরই মধ্যে রবিবার ভোরে আজগরকে রাস্তায় দেখতে পান কয়েকজন। অভিযোগ, তিনি চুরি করতে এসেছিলেন। দোকানে বেঁধে তাঁকে মারধর করে স্থানীয় বাসিন্দারা। মারের পর সেখানেই পড়েছিল দেহ। সকালে উঠে স্থানীয় বাসিন্দারা অনেকে ভেবেছিলেন নেশা করে পড়ে রয়েছে আজগর। পরে জানতে পেরে হাসপাতালে নিয়ে গেলেও লাভ হয়নি। স্থানীয় সূত্রে খবর, ডেকরেটার্সের ব্যবসা ছিল আজগরের। বর্তমানে, ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী।

বর্ষার মরসুমে কর্ণাটক জুড়ে ডেঙ্গু আতঙ্ক, আক্রান্ত ৭ হাজার পার

বেঙ্গালুরু, ৭ জুলাই (হি. স.) : বর্ষার মরসুমে গোটা কর্ণাটক জুড়ে এখন ডেঙ্গুর আতঙ্ক। ইতিমধ্যে আক্রান্ত ৭ হাজার পার। বেঙ্গালুরুতে আক্রান্ত প্রায় ২ হাজার। মশার প্রভাব কমাতে শুরু হয়েছে অভিযান। পুরসভাকে সতর্ক করার পাশাপাশি সাধারণ মানুষকেও সতর্ক থাকার কথা বলা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা।
শাসক দল কংগ্রেসকে একহাত নিয়েছে গেরুয়া শিবির। বিজেপির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে হাসপাতালে পর্য্যাপ্ত পানীয় জল নেই। এই অবস্থায় রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিস্থিতি যথেষ্ট উদ্বেগজনক। পাল্টা কর্ণাটকের স্বাস্থ্য মন্ত্রী দীনেশ গুন্ডু রাও বলেন, এই সময় রাজনীতি করছে বিজেপি। তবে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কোনও চিন্তার কারণ নেই।

মুম্বইয়ে বিলাসবহুল গাড়ির ধাক্কায় নিহত বাইকারোহী, নাম জড়াল শিবসেনার নেতার ছেলের

মুম্বই, ৭ জুলাই (হি. স.): মহারাষ্ট্রে আবারও ঘাতক বিলাসবহুল গাড়ি। রবিবার ভোরে ওরলির একটি মলের সামনে একটি বিএমডব্লুউ গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ গেল এক স্কুটি আরোহীর। আহত এক। আর এই ঘটনায় নাম জড়াল শিন্ডের শিবসেনার এক নেতার ছেলের। অভিযুক্তের নাম মিহির শাহ। তাঁর বাবা রাজেশ শাহ শিন্ডে শিবিরের পালঘর এলাকার নেতা। গাড়িটি তাঁর নামে রয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনার সময় মত্ত অবস্থায় ছিলেন মিহির। জানা যাচ্ছে, রবিবার এক দম্পতি ভোরবেলায় স্কুটিতে করে স্থানীয় ফিশিং কমিউনিটি থেকে মাছ কিনে বাড়ি ফিরছিল।
সেই সময় পেছন থেকে একটি বিলাসবহুল গাড়ি এসে সজোরে ওই স্কুটিতে ধাক্কা মারে। আর তাতেই গুরুতর জখম হন দুই বাইক আরোহী। ঘটনাস্থলে স্থানীয় বাসিন্দারা এসে দুজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। ওই মহিলার মৃত্যু হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি তাঁর স্বামী। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলে এক মুহূর্তও থাকেনি অভিযুক্ত। গাড়ি নিয়েই দ্রুতগতিতে বেরিয়ে যায় সে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

বাঁকুড়া চকবাজারের দোকানে চুরির ঘটনায় গ্রেফতার ১

বাঁকুড়া, ৭ জুলাই (হি. স.) : শহরের কেন্দ্র স্থল চকবাজারে গত দুদিন আগে অধিক রাতে পর পর কয়েকটি দোকানে তালা ভেঙে চুরির ঘটনা ঘটে। পুলিশ ফাঁড়ির ঢিল ছোড়া দূরত্বে দুঃসাহসিক ভাবে।চুরির ঘটনায় এলাকায় ক্ষোভের সঞ্চার হয়,আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ব্যবসায়ী দের মধ্যে।এই দোকানগুলি থেকে ক্যাশবাক্স ভেঙ্গে টাকা এবং ইলিশ ও পমফেট সহ বিভিন্ন মাছ চুরি যায়। এছাড়া বেশ কয়েক ট্রে ডিম নষ্ট করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।
চুরির পর টহলরত পুলিশ কর্মীরা মাছের দোকানের তালা ভাঙ্গা দেখে ঘটনা টের পান। তারা ফোন করে খবর দেন সংশ্লিষ্ট দোকান মালিকদের।বাঁকুড়া সদর থানায় এবিষয়ে অভিযোগ দায়ের করেন সংশ্লিষ্ট দোকানদারেরা। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে একজনকে গ্রেফতার করে বাঁকুড়া থানার পুলিশ। রবিবার তাকে আদালতে তোলা হয়।চুরি যাওয়া মালপত্র ও টাকা উদ্ধারে আদালতের কাছে পুলিশি হেফাজত চাওয়া হয়েছে। চুরির খবর পেয়ে এদিন সকালে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন বাঁকুড়া পুরসভার ২ নাম্বার ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রাজীব দে।বাঁকুড়া শহরের কেন্দ্রে, জনবহুল এলাকায় এবং পুলিশ ফাঁড়ির কাছে কয়েকটি দোকানের তালা ভেঙ্গে চুরি হওয়ায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

ইসকনে মন্দিরের রথের রশি টানলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৭ জুলাই (হি. স.) : কার্যত বৃষ্টির মধ্যে ভিজেই কলকাতার ইসকনে মন্দিরের রথের রশি টানলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সকলকে দিলেন শুভেচ্ছা বার্তা। এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভার্চুয়ালি নবনির্মিত দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ,আদ্যাপীঠ মন্দির আলিপুরদুয়ার শাখার উদ্বোধনও করলেন। এরপর আরতি করতেও দেখা যায় তাঁকে। মমতা এ দিন বলেন, ''ইসকন মন্দিরের সকলকে নমস্কার জানাই। আমার শুভ কামনা থাকল সকলের জন্য। আমরা যেমন দুর্গাপুজো নিয়ে মেতে থাকি। তেমনই সব ধর্ম নিয়ে মেতে থাকি। তেমনই জগন্নাথ দেবও প্রিয়। আগামী বছর দিঘাতে পুরীর অনুকরণে যে জগন্নাথ মন্দির তৈরি হয়েছে তার উদ্বোধন হবে। তবে কিছু কিছু কাজ বাকি আছে। মন্দির উদ্বোধন না হলে রথযাত্রা কীভাবে হবে? তাই আগামী বছর দিঘাতেও রথযাত্রা হবে।''
এদিন হাতে পুজোর ডালি নিয়ে ইসকন মন্দিরে যান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন তাঁর ভ্রাতৃবধূ তথা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা। ইসকনের সন্ন্যাসী, পূজারিদের সঙ্গে বেশ খানিকক্ষণ বার্তালাপের পর পুজো দেন তিনি। পুজোর নিয়ম মেনে আরতিও করেন।
এদিন সকালে এক্স হ্যান্ডেলে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'সকলকে জানাই রথযাত্রার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। প্রার্থনা করি, প্রভু জগন্নাথের কৃপায় এই শুভদিন সকলের জন্য হয়ে উঠুক মঙ্গলময়। আজ বাংলাজুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ এই উৎসবে যোগ দেবেন। ঐতিহাসিক মাহেশে আমরা মন্দিরের ঐতিহ্যসম্মত পুনর্নির্মাণ করেছি, কলকাতায় ইসকনের রথযাত্রায় আমি যোগ দেব, আগামী বছর এর সঙ্গে যুক্ত হবে দিঘার বিশাল রথযাত্রা! জয় জগন্নাথ!!!'

অন্ধ্র ও তেলেঙ্গানা তাঁর দুই চোখ: চন্দ্রবাবু

হায়দরাবাদ, ৭ জুলাই (হি. স.) : তেলেঙ্গানার পুরনো গৌরব উদ্ধার করবে টিডিপি, এমনটাই জানালেন অন্ধ্র প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু। রবিবার চন্দ্রবাবু নাইডু দলের কর্মীদের বলেন, এ রাজ্যের আগের গৌরব উদ্ধার করবে টিডিপি। এই রাজ্য গোটা দেশের মধ্যে নিজের আলাদা জায়গা করে নেবে।
হায়দারাবাদে তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেভন্ত রেড্ডির সঙ্গে বৈঠক করেন নাইডু। দুজনে মিলে এই রাজ্যের উন্নতি করতে চান বলেও জানিয়ে দেন নাইডু। তেলেঙ্গানার পাশাপাশি অন্ধ্র প্রদেশেও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যবসা, বিনিয়োগ সবেতেই কাজ করতে হবে বলে কর্মীদের ডাক দেন তিনি। তিনি বলেন, অন্ধ্র প্রদেশ ও তেলেঙ্গানা তাঁর দুই চোখের মতো।

প্যারিস অলিম্পিকে নারায়ণগড়ের ভাগচাষীর মেয়ে আভা খাটুয়া

কলকাতা, ৭ জুলাই (হি.স.): পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়নগড়ের প্রত্যন্ত গ্রাম খুড়সির চাষির ঘরের মেয়ে আভা খাটুয়া প্যারিস অলিম্পিকে যাচ্ছেন। সেখানে তিনি ট্রাক এন্ড ফিল্ড অ্যাথলেটিক্সে অংশ নেবেন।
আভার আন্তর্জাতিক রাঙ্কিং ২৩। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় একাধিক মেডেল জিতেছেন তিনি। ২০২৩ সালে এশিয়ান ব্যাংকক এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে শটপুটে ১৮.০৬ মিটার ছুড়ে মনপিত কাউরের সঙ্গে সিলভার মেডেল পান আভা। কয়েক মাস আগে ভুবনেশ্বরে ফেডারেশন কাপ অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় ১৮.৪১ মিটার ছুড়ে নজির সৃষ্টি করেছেন তিনি। আগামী ১ আগস্ট প্যারিসে শুরু হচ্ছে ট্রাক এন্ড ফিল্ড অ্যাটলেটিক্স।

ব্রাজিলকে হারিয়ে কোপা আমেরিকার সেমিফাইনালে উঠেছে উরুগুয়ে

নিউইয়র্ক, ৭ জুলাই (হি. স.): টাইব্রেকারে ব্রাজিলকে হারিয়ে সেমি-ফাইনালে উরুগুয়ে। ম্যাচ গোল শূন্য ড্রয়ের পর টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে জিতেছে মার্সেলো বিয়েলসার দল।
দ্বিতীয়ার্ধের কিছুটা সময় ১০ জন নিয়ে খেলে উরুগুয়ে।তা সত্ত্বেও ব্রাজিল উরুগুয়েকে হারাতে পারল না। পরে টাইব্রেকারে উরুগুয়ে বাজিমাত করল। ব্রাজিলকে হারিয়ে পৌঁছে গেল সেমি-ফাইনালে। সেমি ফাইনালে তারা খেলবে কলম্বিয়ার সঙ্গে।
আগামী বৃহস্পতিবার ফাইনালে উরুগুয়ে খেলবে কলম্বিয়ার সঙ্গে। যারা তৃতীয় কোয়ার্টার-ফাইনালে ৫-০ গোলে হারিয়ে দিয়েছে পানামাকে।

ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ: টাইব্রেকারে জিতে সেমিতে ইংল্যান্ড

ডুসেলডর্ফ, ৭ জুলাই (হি.স.): ডুসেলডর্ফে শনিবার রাতে তৃতীয় কোয়ার্টার-ফাইনালে নির্ধারিত ও অতিরিক্ত সময়ের খেলা শেষ হয়েছিল ১-১এ।শেষ পর্য্যন্ত টাইব্রেকারে ৫-৩ গোলে জিতে সেমিফাইনালে যায় গত আসরের রানার্সআপ ইংল্যান্ড।
মূল ম্যাচে ব্রিল এমবোলো সুইজারল্যান্ডকে এগিয়ে দেওয়ার পর সমতা টানেন বুকায়ো সাকা। পেনাল্টিতে মানুয়েল আকনজির দুর্বল শট আটকে দেন পিকফোর্ড। ইংল্যান্ডের পাঁচটি শটই গোল হয়েছে।
এই নিয়ে টানা দুটি ইউরোর কোয়ার্টার-ফাইনাল থেকে বিদায় নিল সুইসরা। সেমি-ফাইনালে নেদারল্যান্ডস অথবা তুরস্কের বিপক্ষে খেলবে ইংল্যান্ড।

রবিবার অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘ আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কর্মকর্তারা। নিজস্ব ছবি।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

মুরগির মাংস দিয়ে পোস্ত চিকেন

এমনিতেই বর্ষার আবহাওয়া। তার উপর সপ্তাহের শুরু। ছুটি কাটিয়ে কাজে যোগ দেওয়া বড়ই কষ্টের। গোটা সপ্তাহ হাড়ভাঙা খাটনির পর একটা ছুটির দিন আসতে অনেক দেরি। তা নিয়ে ভাবতে গেলেই মন খারাপ হয় অনেকের। তবে মন ভাল রাখতে ভালমন্দ খাবার খেয়ে থাকেন কেউ কেউ। সপ্তাহান্তে বাজার থেকে কেনা মুরগির মাংস তো বেশ কিছুটা রয়ে গিয়েছে।

সপ্তাহের শুরুটা যদি চিকেন পোস্ত দিয়ে হয়, তবে মন্দ হয় না। কিন্তু কী ভাবে বানাবেন? রইল তার রেসিপি।

উপকরণ, মুরগির মাংস: ৫০০ গ্রাম, পোস্ত বাটা: ৪ টেবিল চামচ, কাজুবাদাম বাটা: ২ টেবিল চামচ, রসুন বাটা:,১ টেবিল চামচ,আদা বাটা: ১ চা চামচ,পেঁয়াজ বাটা: ২ টেবিল চামচ,টম্যাটো কুচি: আধ কাপ,লঙ্কা গুঁড়ো: ১ চা চামচ,গরম মশলা: আধ চা চামচ,লেবুর রস: ১ টেবিল চামচ,তেজ পাতা: ১টি, লবঙ্গ: ৫টি,এলাচ: ২টি,দারচিনি: ১ টুকরো,মৌরি: ১ চা চামচ,সর্ষের তেল: ৪ টেবিল চামচ,নুন: স্বাদ অনুযায়ী,চিনি: সামান্য

প্রণালী, ১) প্রথমে ছোট টুকরো করে কাটা মুরগির মাংস কিনে ভাল ভাবে ধুয়ে নিন। ২) এর পর পাত্রে মাংস নিয়ে তাতে পাতিলেবুর রস, রসুন বাটা, আদা বাটা, হলুদ গুঁড়ো, সর্ষের তেল দিয়ে মাখিয়ে রাখুন। ৩) এ বার মাংসের পাত্রটা ঢেকে কমপক্ষে এক ঘণ্টা ফ্রিজে রাখুন। জলে ভেজানো পোস্ত ও কাজু বাদাম একসঙ্গে বেটে পেস্ট তৈরি করে রাখুন। ৪) এ বার কড়ায় তেল গরম করুন। একে একে তেজপাতা, লবঙ্গ, এলাচ, দারচিনি ও মৌরি ফোড়ন দিন। তাতে কুচনো পেঁয়াজ দিন। পেঁয়াজ বাদামি হওয়া অবধি ভাজতে থাকুন। ৫) এর পর কড়ায় কুচনো টম্যাটো দিন। এ বার পোস্ত ও কাজু বাদামের পেস্ট, লঙ্কার গুঁড়ো ও গরম মশলা গুঁড়ো দিয়ে পুরোটা ভাল ভাবে কষাতে থাকুন। ৬) মশলা থেকে তেল বেরোতে শুরু করলে তাতে ম্যারিনেট করা মুরগির মাংস দিন। কিছু ক্ষণ নেড়ে তাতে স্বাদ মতো নুন দিন। প্রয়োজনে সামান্য জল দিতে পারেন। ৭) এ বার কড়াই ঢাকা দিয়ে মুরগির মাংসটা সেদ্ধ হতে দিন। মাংস সেদ্ধ হয়ে গেলে ঢাকনা সরিয়ে রাখুন। কম আঁচে আর কিছু ক্ষণ ফুটিয়ে মাংসটা পছন্দ মতো পাত্রে নামিয়ে নিন। ধনেপাতা ছড়িয়ে গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন পোস্ত চিকেন।

স্বাদ বদলাতে ওট দিয়েই নতুন কিছু বানিয়ে নিন

ওজন কমাতে চোখ বন্ধ করে ওটসের উপর ভরসা রাখেন অনেকেই। রোগা হওয়ার ডায়েট ওট ছাড়া যেন অসম্পূর্ণ। দই দিয়ে হোক কিংবা সব্জি দিয়ে খিচুড়ি, ছিপছিপে হতে ওটসের জনপ্রিয়তা কম নয়। উপকারিতাও যথেষ্ট। রোগা হতে চেয়ে যদি ভরসা রাখা যায় এই খাবারের উপরে, তা হলে বিফলে যাবে না পরিশ্রম। কারণ এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, ফাইবার ও নানা ধরনের খনিজ উপাদান।

সবচেয়ে বড় কথা ওটসে একেবারেই ক্যালোরি নেই। অনেকেই রাতে ওট ভিজিয়ে রাখেন দুধ কিংবা গ্রিক ইয়োগার্টে। তাতে সকালে উঠেই ওট খেয়ে নেওয়া সহজ হয়। তবে ওট খাওয়ার আরও একটি উপায় রয়েছে। সে ভাবে খেলে স্বাদ এবং স্বাস্থ্যের যত্ন একসঙ্গেই নেওয়া যাবে।

একটি পাত্রে ওট, দই, কারি পাতা, গাজর কুচি, শসাকুচি, লঙ্কাকুচি, সর্ষে, জিরে এবং ধনে গুঁড়ো একসঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে নিন। এ বার ফ্রাইংপ্যানে অল্প তেল দিয়ে সর্ষে, লাল লঙ্কা, কারিপাতা ফোড়ন দিয়ে নাড়াচাড়া করে নিন। গন্ধ বেরোলে তাতে ওটসের মিশ্রণটি দিয়ে দিন। তার পর ঠান্ডা করে একটি পাত্রে ভরে ফ্রিজে রেখে দিন। সকালে উঠে স্বাস্থ্যকর জলখাবার হবে এটি। রোজ ওট খেতে খেতে এক সময়ে একঘেয়েমি চলে আসতে পারে। সেটা কাটাতে মাঝেমাঝেই ওট দিয়ে নানা রকম বাহারি খাবার বানিয়ে নিতে পারেন।

বর্ষায় পেটের গন্ডগোল লেগেই রয়েছে

বর্ষা মানেই যত রকম উটকো রোগের বাড়বাড়ন্ত। কারও জ্বর, কারও সর্দি-কাশি লাগা, কারও অ্যাসিডিটি - গ্যাস - পেটের গোলমাল, আবার কারও হয়তো সারা শরীরের নানা রকম ব্যথা। মেয়েদের এ সময়ে বাড়তি সমস্যা। ঠান্ডা-গরম আবহাওয়া এবং স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে জীবাণু সহজেই বাড়তে পারে। তাই মেয়েদের যোনিতে চট করে নানা রকম সংক্রমণ হয়ে যায় এ মরসুমে। আর্দ্র পরিবেশ, তাপমাত্রার তারতম্য, যোনির পিএইচে হেরফের এ সবই ব্যাক্টেরিয়া এবং ফাঙ্গাস তৈরির জন্য আদর্শ। তাই বর্ষায় মেয়েদের ইউরিনারি ট্র্যাক্ট সংক্রমণ, রিপ্রোডাক্টিভ ট্র্যাক্ট সংক্রমণ এবং অন্যান্য স্ত্রীরোগের আশঙ্কা বাড়ে। বর্ষার মরসুমে সংক্রমণ ঠেকাতে রোগ প্রতিরোধশক্তি বাড়ানো জরুরি। এ মরসুমে জীবাণুর সংক্রমণ, পেটের গোলমাল, খিদে না পাওয়া, ঠান্ডা লাগা, জ্বর জ্বর ভাব এ সব সমস্যা থেকে রেহাই পেতে একটি পানীয়ের উপর নির্ভর করতে পারেন।

কী ভাবে বানাবেন সেই জাদু পানীয়?

১ লিটারে জলে ৫ থেকে ৭টি তুলসী পাতা, ১ চামচ গোটা ধনে, ৭ থেকে ১০টি পুদিনা পাতা, ১ চামচ আদা কুচি দিয়ে ভাল করে মিনিট দশেক ফুটিয়ে নিন। এ বার মিশ্রণটি ছেঁকে নিয়ে সকালে খালি পেটে নিয়ম করে খান এই পানীয়। বর্ষার মরসুমে রোগ তাড়ানোর ভাল দাওয়াই এই পানীয়। অফিস কিংবা স্কুল-কলেজেও এই পানীয় নিজের সঙ্গে রাখতে পারেন, অল্প অল্প করে সারা দিন তাতে চুমুক দিন। প্রতিরোধশক্তি বাড়বে, শরীরও চাঙ্গা হবে।

চাটনি দিয়েই করুন স্বাদবদল

কারও বাড়িতে হার্টের রোগী, কেউ আবার ওজন কমাতে ডায়েট করছেন তাই অনেক বাড়িতেই এখন তেল-মশলাদার খাবারের চল কমেছে। পুষ্টিবিদরাও বার বার সতর্ক করছেন, এই সময়ে রোজের খাবারে তেল মশলা যত কম ব্যবহার করবেন, ততই ভাল। অথচ রোজ রোজ সাদামাঠা খাবার খেতে হলে বড্ড একঘেয়েমি চলে আসে। তবে খওয়ার পাতে একটু চাটনি পড়লেই মুখের স্বাদ খুলে যায়। ফিকে খাবারের সঙ্গে স্বাদবদল করতে বানিয়ে ফেলতে পারেন কয়েক রকম চাটনি। রইল এমনই কিছু চাটনির হদিস।

টম্যাটোর চাটনি: অল্প তেলে দু'টুকরো করে কাটা টম্যাটো ও গোটা রসুন ভাল করে ভেজে নিন। এ বার টম্যাটোর খোয়া কুলো ছাড়িয়ে মিশ্রণটি ভাল করে ঘেঁটে নিন। তার মধ্যে নুন, চিনি আর সামান্য লাল লঙ্কার গুঁড়ো মিশিয়ে নিন। এ বার কুচো করে কাটা পেঁয়াজ, কাঁচালঙ্কা আর ধনেপাতা মিশিয়ে সামান্য নাড়াচাড়া করে নিলেই তৈরি টম্যাটোর চাটনি। রুটি-পরোটা সঙ্গে শুধুই খেয়ে নিতে পারেন এই সুস্বাদু চাটনি।

বাদামের চাটনি: সম পরিমাণ বাদাম আর ছোলার ডাল নিয়ে শুকনো কড়াইতে ভাল করে ভেজে নিন। এ বার মিশ্রণটি মিক্সিতে ঢেলে তার মধ্যে কাচালঙ্কা, রসুন, টম্যাটো আর নুন দিয়ে ভাল করে পেস্ট বানিয়ে নিন। এ বার একটি কড়াইতে সামান্য সাদা তেল গরম করে তাতে শুকনো লঙ্কা, সর্ষে, ছোলার ডাল, কারি পাতার ফোড়ন দিন। তৈরি হয়ে যাবে বাদামের চাটনি।

কাঁচা আমের চাটনি: কাঁচা আম টুকরো করে কেটে নিয়ে তার সঙ্গে আদা, কাঁচালঙ্কা, ধনেপাতা, নুন, চিনি আর সামান্য শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো মিশিয়ে মিক্সিতে ভাল করে বেটে নিন। সাধারণ ডাল-ভাতের সঙ্গেও এই চাটনি নিয়ে নিলে জমে যাবে দুপুরের খাবার।

অতিরিক্ত চিনি খাওয়ার অভ্যাস শরীরের কী কী ক্ষতি করছে?

অনেকের মতে, রান্নায় সামান্য মিষ্টি না পড়লে স্বাদ হয় না। দিনটা শুরু হয় চিনি দেওয়া এক কাপ চা থেকে, তার পর টিফিনে আম-দই মাখা, তাতেও চাই চিনি। দুপুরে খাবার পর একটা মিষ্টিমুখ না করলে পেট যেন ভরেও ভরে না। তার উপর বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ তো লেগেই রয়েছে। উতব কি মিষ্টি ছাড়া সম্পূর্ণ হয়!

সিগারেট যেমন শরীরের ক্ষতি করে, অতিমাত্রায় চিনি খেলেও কিন্তু তেমনই ক্ষতি হয়। রক্তে শর্করার মাত্রা বেশি হয়ে গেলে ধমনীর উপর তার প্রভাব পড়ে। ধমনীর প্রাচীরগুলি পুরু আর শক্ত হয়ে যায়, ফলে হৃদ্যন্ত্রের উপর চাপ পড়ে। তাই হার্টের অসুখের ঝুঁকি বাড়ে। অতিরিক্ত মাত্রায় চিনি ও মিষ্টি জাতীয় খাবার খেলে আর কী কী ক্ষতি হয় শরীরের? ১) ওজন কমানোর ডায়েটে সবার আগে পুষ্টিবিদেরা চিনি কম খাওয়ার কথা বলেন। একেবারে বন্ধ করে দিতে পারলে আরও ভাল। ভুঁড়ি বেড়ে যাওয়া, শরীরের আনাচ-কানাচে মেদ জমার অন্যতম কারণ কিন্তু অতিরিক্ত মিষ্টি খাওয়ার প্রবণতা।

২) নামী-দামি প্রসাধনী ব্যবহার করলেও অনেকের ব্রণের সমস্যা কিছুতেই কমতে চায় না। সে ক্ষেত্রে এক মাস চিনি খাওয়া বন্ধ করে দেখতে পারেন। ব্রণের সমস্যা থেকে রেহাই পাবেন।

ভুঁড়ি বেড়ে যাওয়া, শরীরের আনাচ-কানাচে মেদ জমার অন্যতম কারণ কিন্তু অতিরিক্ত মিষ্টি খাওয়ার প্রবণতা। ৩) কম বয়সেই ত্বকে বার্ধক্যের ছাপ পড়তে শুরু করেছে? এ-ও কিন্তু অতিরিক্ত চিনি খাওয়ার ফল হতে পারে। রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে গেলে সেগুলি কোলাজেন প্রোটিনকে ধ্বংস করতে শুরু করে। এ কারণে চিনি খাওয়া এড়িয়ে চলাই ভাল।

৪) অতিরিক্ত চিনি খাওয়া কিন্তু দাঁতের পক্ষেও একেবারে ভাল না। অল্প বয়স থেকেই অনেকে দাঁতের নানা রকম সমস্যায় ভোগেন। এর কারণও হতে পারে অত্যিক মাত্রায় চকোলেট, মিষ্টি, কেক-পেস্ট্রি খাওয়ার প্রবণতা। ৫) সারা দিল অলস ভাব? কাজে মন বসে না? এর পিছনেও কারণ হতে পারে অত্যধিক মাত্রায় চিনি খাওয়া। চিনি বা মিষ্টি জাতীয় খাবার খেলে শরীরে ইনসুলিনের মাত্রা হঠাতবেড়ে গিয়ে শরীর চাঙ্গা হয় ঠিকই, কিন্তু সেটা সাময়িক। চিনিতে সে ভাবে কোনও পুষ্টিগুণ থাকে না। ফলে শরীর কিছু ক্ষণের মধ্যেই আবার ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

রাসায়নিক দেওয়া প্রসাধনী চোখে ব্যবহার না করাই ভাল

যত দামি কাজলই কিনুন না কেন, চোখ থেকে তা গলে, ঘেঁটে মুখের চারদিকে মেখে একসা কাণ্ড। তবে চোখে কাজল না পরে বাইরে বেরোতে অনেকেরই ভাল লাগে না। এ দিকে, যাঁদের ত্বক অতিরিক্ত তৈলাক্ত, তাঁরা কাজল পরতে অস্বস্তি বোধ করেন। অনেকে আবার কাজল পরার পর চোখে কালো আইশ্যাডোর প্রলেপ বুলিয়ে নেন। তাতে কাজল ঘাঁটবে কি না, তা হলফ করে বলতে না পারলেও চোখের ভিতর রাসায়নিক দেওয়া আইশ্যাডোর গুঁড়ো ঢুকে যেতে পারে। অনেকেই চোখে লেন্স ব্যবহার করেন, তাঁদের ক্ষেত্রে সমস্যা আরও গুরুতর হতে পারে। এ সব সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে বাড়িতেই কিন্তু কাজল তৈরি করে ফেলা যায়। জানেন কী ভাবে তৈরি করা যায় "স্মাজপ্রুফ" কাজল?

উপকরণ- খাঁটি ঘি: ২ টেবিল চামচ, জোয়ান: ১ চা চামচ,কাঠবাদাম: ৪ থেকে ৬টি,কাঠবাদামের তেল:, ১ টেবিল চামচ,কেশর: ২-৪টি, চন্দনবাটা: ১ টেবিল চামচ,মাটির, প্রদীপ: ১টি,চামচ: ১টি,তামার, পাত্র: ১টি-পদ্ধতি

১) প্রথমে খানিকটা তুলো নিয়ে চন্দনবাটায় ভিজিয়ে রাখুন।

২) এ বার প্রদীপে ঘি দিয়ে জ্বালিয়ে নিন। ৩) এর পর চন্দনে ভেজানো তুলোর মধ্যে জোয়ান এবং কাঠবাদামের গুঁড়ো ভরে হাতের তালুর উপর পাকিয়ে নিয়ে প্রদীপের সলতে তৈরি করুন। ৪) প্রদীপের শিখার উপর তামার পাত্র এমন ভাবে রাখুন, যাতে আগুনের শিখা থেকে কালো ভুসি এই পাত্রে জমতে পারে। ৫) প্রদীপের সলতে পুরো পুড়ে গেলে তার পর তামার পাত্র সরিয়ে নিন। ৬) পাত্রের গা থেকে কালো ভুসি, চামচের সাহায্যে চেঁচে তুলে ফেলুন। ৭) এ বার ওই কালো ভুসির মধ্যে কাঠবাদামের তেল মিশিয়ে নিন। ৮) কাজলের ঘনত্ব কেমন চান, সেই বুঝে তেল দেবেন। ৯) শুধু কাজল নয়, চাইলে জেল লাইনারের মতোও ব্যবহার করতে পারেন।

বর্ষার মরসুমেও মশলা থাকবে টাটকা

গরমমশলা হোক কিংবা মৌরি, জোয়ান হোক কিংবা পাঁচ ফোড়ন রান্নায় মশলার ব্যবহার করা হয় স্বাদ আর গন্ধ আনার জন্য। আর সেই গন্ধই যদি উবে যায়? বর্ষায় ঠিক ভাবে মশলা না রাখলে তার গন্ধ উবে যেতে পারে। অনেকখানি মশলা একসঙ্গে কিনে রাখলে বর্ষায় কিন্তু ছাতা পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা প্রবল। রান্না করতে করতে যখন মশলার দরকার পড়ল, দিতে গিয়ে দেখলেন মশলা একেবারে মিইয়ে গিয়েছে।

বর্ষায় এমন সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় কমবেশি সকলকেই। বর্ষায় স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় মশলাপাতির ভাল রাখবেন কী ভাবে?

১) মশলা কখনওই কোনও আলগা কৌটোতে রাখবেন না। অনেক সময়ে আমরা প্লাস্টিকের কৌটোয় ভরে মশলা রেখে দিই। বাতাস ঢুকবে না, এ রকম কোনও কৌটোতে রাখলে মশলা স্যাঁতসেঁতে হয়ে যাওয়া বা মশলায় ছাতা পড়ে যাওয়ার মতো সমস্যা হবে না। রান্নার সময়ে প্রয়োজনীয় পরিমাণ মশলা নিয়েই তাড়াতাড়ি কৌটোর ঢাকা আটকে দিন।

২) গোটা মশলা বাজার থেকে কিনে আনার পর একটু শুকনো তাওয়ায় নাড়াচাড়া করে তবে কৌটোতে ভরুন। এই পদ্ধতি মানলে দীর্ঘ দিন মশলাপাতি ভাল থাকবে আর রান্নায় স্বাদও বাড়বে বইকি।

৩) রান্নাঘরে জানলার সামনে কিংবা সরাসরি গ্যাসের সামনে মশলার কৌটো ফেলে রাখবেন না। তাপ আর আর্দ্রতার মিশেলে মশলা খারাপ হয়ে যায়। ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গে মশলাগুলি আলমারিতে ঠান্ডা পরিবেশে রাখুন।

৪) বর্ষার সময়ে অনেকখানি গুঁড়োমশলা কৌটোতে ঢেলে রাখলে দেখা যায়, তাতে পোকা ধরে গিয়েছে। এই সমস্যার সমসাধান করতে কৌটোতে কয়েকটা লবঙ্গ ফেলে রেখে তার পর মশলা ঢালুন। লবঙ্গের গন্ধে গুড়োমশলা দীর্ঘ দিন ভাল থাকবে।

৫) কাঠের বাক্সে মশলা রাখলে খুব ভাল হয়। এতে মশলা মিইয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও থাকে না। ভেজা চামচ ব্যবহার করবেন না, এতে মশলার গন্ধ ও স্বাদ দুই-ই নষ্ট হয়ে যায়।

ওজন কমাতে চাইলে ভুলেও সকালের জলখাবারে খাবেন না

ওজন কমাতে নিয়মিত শরীরচর্চা করা জরুরি। তবে দ্রুত রোগা হতে খাওয়াদাওয়ায় নিয়ম মানা প্রয়োজন। কী খাচ্ছেন এবং কখন খাচ্ছেন, ওজন কমানোর পর্বে সেটা গুরুত্বপূর্ণ। পুষ্টিবিদদের মতে, ছিপছিপে হতে চাইলে সকালের খাবার হতে হবে সবচেয়ে ভারী। এমন কিছু খাবার খেয়ে দিন শুরু করতে হবে, যেগুলি ওজন ঝরাতে সাহায্য করবে।

কিন্তু সকালের জলখাবারে অনেকেই এমন কিছু খাবার খান, যা চুপিসারে মেদের সঞ্চার ঘটায় শরীরে। তাই ডায়েটের পর্বে সেই খাবারগুলি বাদ দেওয়া জরুরি।

পাউরুটি

পাউরুটিতে খানিকটা জ্যাম, জেলি কিংবা মাখন মাখিয়ে খেয়ে নিলেই আলাদা করে জলখাবার তৈরির ঝক্কি থাকে না। কিন্তু ওজন কমানোর ইচ্ছে থাকলে পাউরুটি না খাওয়া ভাল। কারণ পাউরুটিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে শর্করা। সেই সঙ্গে গ্লাইসেমিক ইনডেক্সও বেশি। কাজ কমাতে গিয়ে ওজন বেড়ে যাক, তা না চাইলে পাউরুটি এড়িয়ে চলুন।

ফলের রস

ওজন কমাতে ফল খাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু বাজারচলতি ফলের রস নয়। এ ধরনের পানীয়ে বাড়তি চিনি থাকে। সেটার পরিমাণ অনেক বেশি। ফাইবার নেই বললেই চলে। ফলের রস খেয়ে মেদ ঝরানো যায় না। বরং বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

ইয়োগার্ট

ওজন কমানোর পর্বে দই রাখা আবশ্যক। তবে সেটা যদি বাড়িতে পাতা হয়, তা হলে খুব ভাল। একান্তই তা না হলে বাজারচলতি প্যাকেটজাত টক দই খেতে পারেন। তবে কখনও বেরি, স্ট্রবেরি স্বাদের ইয়োগার্ট খাবেন না। এতে অনেক চিনি থাকে। ফলে এড়িয়ে চলাই ভাল।

ভাজাভুজি

ছুটির সকালে লুচি, পরোটা খেতে মন চায়। এক দিন খাওয়া যেতে পারে, তবে রোজ নয়। ডোবা তেলে ভাজা কোনও খাবার সকালে না খাওয়াই ভাল। এতে মেদ জমতে থাকে।

নরম পানীয়

সকালে বলে নয়, ওজন ঝরানোর পর্বে কখনওই এই পানীয় খাওয়া উচিত নয়। এতে শর্করার আধিক্য অনেক বেশি। সপ্তাহে এক দিন খেলেও মোটা হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে।

উদ্বেগ বা অবসাদের সমস্যা বেড়েছে কি?

শরীরের সঙ্গে মনের যে গভীর যোগ রয়েছে, তা অনেকেই জানেন। কিন্তু ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে গেলেও যে মন ভাল রাখতে হয়, তা জানতেন কি? মনোবিদেরা বলছেন, নিয়মিত শরীরচর্চা করলে সাধারণত মন ভাল থাকারই কথা। তবে কারও কারও ক্ষেত্রে অন্যথা ঘটে। ডায়েট এবং শরীরচর্চা করার পরও কাঙ্ক্ষিত ওজন পেতে সমস্যা হতে পারে।

কোনও ব্যক্তির উচ্চতা এবং বয়স অনুযায়ী দেহের ওজন কেমন হওয়া উচিত, তা পুষ্টিবিদেরাই বলে দেন। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (হু) বলছে, দেহের অতিরিক্ত ওজন শরীর এবং মনের উপর যে প্রভাব ফেলে, তা অন্যান্য দুরারোগ্য ব্যধির চেয়েও কঠিন। তাড়াতাড়ি ওজন নিয়ন্ত্রণে আনতে চাইলে কোন কোন বিষয়ে খেয়াল রাখা জরুরি?

১) নিজের চেহারা সম্পর্কে ভুল ধারণা

প্রথমেই নিজের সম্পর্কে এই ভুল ধারণা ত্যাগ করতে হবে। অতিরিক্ত মেদ ঝরাতে চাইলে প্রতি দিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারা কতটা কমল বা বাড়ল, তা নিয়ে হীনম্মন্যতায় ভোগা বন্ধ করতে হবে।

২) সব বিষয়ে বেশি চিন্তা করা

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যাঁরা সব কিছু নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তা করেন, তাঁদের ওজন ঝরানো বেশ সমস্যাদায়ক হয়। মনোবিদেরা বলছেন, একেবারে কিছু না ভেবে অলসের মতো বসে থাকা এবং বড্ড বেশি ভেবে ফেলা দুই ক্ষেত্রেই ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা মুশকিল হয়ে পড়ে।

৩) অবসাদগ্রস্ত হয়ে থাকা

অবসাদের সঙ্গে দেহের ওজন বেড়ে যাওয়ার যে নিবিড় যোগ রয়েছে, তা-ও বিভিন্ন গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। অবসাদে ভোগা মানুষ, মন ভাল রাখতে যখন যা ইচ্ছে তা খেয়ে ফেলেন। ফলে ওজন নিয়ন্ত্রেণে রাখা মুশকিল হয়ে পড়ে।

৪) মানসিক চাপ

মানসিক চাপ থেকে মস্তিষ্কের রাসায়নিক উপাদানগুলির মাত্রায় হেরফের ঘটে যায়। ফলে কর্টিজলের মতো স্ট্রেস হরমোনের পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে। যার প্রভাব পড়ে ওজনের উপরে।

৫) অপর্যাপ্ত ঘুম

মন ভাল নেই। তাই রাত জেগে ওটিটি দেখছেন। তাতে সাময়িক মন ভাল হলেও ওজন কমার আশা না করাই ভাল। মনোবিদেরা বলছেন, সুস্থ থাকতে এবং স্বাভাবিক ওজন ধরে রাখতে অন্তত পক্ষে ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা ঘুম জরুরি।

রবিবার আসন্ন দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র লালবাহাদুর ব্যায়ামাগারের উদ্যোগে খুঁটি পুজোর আয়োজন করা হয়।

টানা বৃষ্টিতে পাহাড়ে ধস, টয়ট্রেন বন্ধ রাখতে রেলকে চিঠি রাজ্যের

শিলিগুড়ি, ৭ জুলাই (হি. স.) : ভারী বৃষ্টিতে পাহাড়ের একাধিক জায়গায় ধস নেমেছে। ঘটনার জেরে বন্ধ টয়ট্রেন পরিষেবা। এই পরিস্থিতিতে জোরকদমে ধস সরিয়ে রবিবারের মধ্যে কাজ শেষ করে সোমবারেই পরিষেবা স্বাভাবিক করার লক্ষ্যে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে। কিন্তু লাগাতার বৃষ্টির কারণে পাহাড়ে একাধিক এলাকায় রাস্তা ধসে গিয়েছে। তাই আরও কিছুদিন টয়ট্রেন পরিষেবা বন্ধ রাখার জন্য রেলকে চিঠি দিল রাজ্য সরকার। প্রথমে কার্সিয়াংয়ের একজন পঞ্চায়েত সদস্য চিঠি দিলেও পরবর্তীতে দার্জিলিং সদরের মহকুমা শাসক ডিএইচআর ডিরেক্টর অরবিন্দকুমার মিশ্রকে চিঠি দিয়ে ট্রেন বন্ধ রাখার অনুরোধ করেছেন। ধসে বিপর্যস্ত পথে ট্রেন চললে আরও বেশি ধসের সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করছেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। এব্যাপারে কথা বলতে ডিএইচআর ডিরেক্টর একে মিশ্রর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁর ফোন পরিষেবা সীমার বাইরে থাকায় বক্তব্য মেলেনি। তবে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে বলেছেন, 'ধসের কারণে ট্রেন চলাচল আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে। তবে রাজ্যের কোনও চিঠির প্রতিলিপি এখনও আমার কাছে পৌঁছায়নি।'

গুপ্তিপাড়ায় প্রথম টানা হল রথের রশি, ছিলেন হুগলির সাংসদ

গুপ্তিপাড়া, ৭ জুলাই (হি. স.) : রবিবার মহা ধুমধামের সঙ্গে পালিত হচ্ছে রথ। এবার হুগলির গুপ্তিপাড়ায় প্রথম টানা হল রথের রশি। উপস্থিত ছিলেন হুগলির সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক অসীমা পাত্র ও সদর মহকুমাশাসক স্মিতা সান্যাল শুক্লা। এ দিন, বৃন্দাবন জিউ মঠ থেকে জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা সুসজ্জিত রথে ওঠেন। মঙ্গল আরতির পুজোর পর নাম-সংকীর্তন ও শেষে টান পড়ে রথের দড়িতে। এ প্রসঙ্গে রচনা বলেন, "আগে পুরীতে থাকতাম রথের সময়ে। তবে মাহেশ, গুপ্তিপাড়া রথযাত্রার কথা শুনেছি। কিন্তু আজ আসতে পেরে খুব খুশি।" রচনা এ দিন এও বলেন, "এখানকার মানুষ আমায় জিতিয়েছেন। এটা আমার জেলার রথ। আমি ওদের সঙ্গে রয়েছি।" এদিকে রথের দিনে শ্রীরামপুর গান্ধী ময়দানে ৫ ও ৬ এর পল্লীর গোষ্ঠী ও ব্যবসায়ী সমিতি খুঁটি পুজো হলো। কমিটির তরফে শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এ বছর তাদের ভাবনা গুজরাটের সোমনাথ মন্দির। সেই সোমনাথ মন্দিরের আদতেই এবছরের মণ্ডপ সুসজ্জিত হবে। আজকে খুঁটি পুজোর পর থেকেই তার কাজ শুরু হবে বলে জানালেন সাংসদ। মাঠের মাঝে বসে ঘটের সামনে হাতজোড় করে প্রার্থনা করলেন তিনি। চলল সংকল্প। খুঁটি পুজোর সময় উপস্থিত ছিলেন চন্দননগর পুলিশ কমিশনার অমিত পি জাভাগি এছাড়াও ছিলেন কোন্নগর,উত্তরপাড়া শ্রীরামপুর পুরসভার পুরপ্রধান ও অন্যান্য কার্যকর্তারা।।

পুণের পোর্শে-কাণ্ডের ছায়া মুম্বইয়ে, বিলাসবহুল গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ গেল বাইকারোহীর

মুম্বই, ৭ জুলাই (হি. স.): মহারাষ্ট্রে আবারও ঘাতক বিলাসবহুল গাড়ি। রবিবার ভোরে ওরলির একটি মলের সামনে একটি বিএমডব্লুউ গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ গেল এক বাইক আরোহীর। আহত এক। জানা যাচ্ছে এক দম্পতি ভোরবেলায় স্কুটিতে করে স্থানীয় মাছের আড়ত থেকে মাছ কিনে বাড়ি ফিরছিল। সেই সময় পেছন থেকে একটি গাড়ি এসে সজোরে ওই স্কুটিতে ধাক্কা মারে। আর তাতেই গুরুতর জখম হন দুই বাইক আরোহী। ঘটনাস্থলে স্থানীয় বাসিন্দারা এসে দুজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। তবে ওই মহিলার মৃত্যু হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি তাঁর স্বামী। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলে এক মুহূর্তও থাকেনি অভিযুক্ত। গাড়ি নিয়েই দ্রুতগতিতে বেরিয়ে যায় সে। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্তে নেমেছে স্থানীয় পুলিশ।মাসকয়েক আগে এই মহারাষ্ট্রেরই পুণেতে এক মত্ত নাবালকের বিলাসবহুল পোর্শে গাড়ির দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় যুবক-যুবতীর।

তিনশো বছর পেড়িয়ে আজও অমলিন বারুইপুরের রায়চৌধুরীদের রথ

বারুইপুর, ৭ জুলাই (হি. স.) : পুরির রথের উৎসবে সামিল হতে পারতেন না তৎকালীন দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষজন। আর সেই কারণে তাঁদেরকে রথের আনন্দ দিতে জেলার অন্যতম জমিদার রাজবল্লভ রায়চৌধুরীর হাত ধরে রথযাত্রার সূচনা হয় বারুইপুরের জমিদার রায়চৌধুরীদের বাড়িতে। লর্ড কর্ণওয়ালসিসের আমলে জমিদারির পত্তন হয় রায় চৌধুরীদের। আর সেই থেকেই এখানে বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ পালিত হয়। আর সবকিছুর মধ্যে অন্যতম রায় চৌধুরীদের এই রথ।রথ উপলক্ষ্যে দূর দুরান্ত থেকে মানুষের সমাগম হয় বারুইপুর রাসমাঠে। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে মেলাও বসে। প্রায় একমাস ধরে চলে এই রথের মেলা। পুরির রথের সমস্ত নিয়ম মেনেই বারুইপুরে রায়চৌধুরীদের রথ পালিত হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাধারণ মানুষরা আসেন একবার রথের দড়িতে টান দিতে। তিনশো বছরের বেশি সময় ধরে এই রথ চলে আসলেও সাধারণ মানুষের উতসাহে এতটুকু ভাঁটা পড়েনি। এখনও ব্রিটিশ আমলের লোহার শিকল দিয়ে রথ টানা হয়। শাল কাঠ দিয়ে তৈরি একই রথে চেপে বছরের পর বছর রায়চৌধুরীদের নাট মন্দির থেকে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা রওনা দেন মাসির বাড়িতে।

ফুঁসছে তিস্তা, টান নিত্যদিনের রসদে

শিলিগুড়ি, ৭ জুলাই (হি. স.): তিস্তা-বিপর্যয়ের পর ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক যেন মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে চাইছে তিস্তাপাড়ের বাসিন্দাদের। জাতীয় সড়ক স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত যে জীবনের ছন্দ ফিরবে না, বুঝতে পারছেন এখানকার বাসিন্দারা। বৃষ্টি বাড়লেই জলস্ফীতি ঘটছে তিস্তায়। সমতল তো বটেই, তিস্তার জলে ফের প্লাবিত হচ্ছে তিস্তাপাড়ের এলাকাগুলি। রাস্তা থেকে জল নামলেই তিস্তাবাজারের বাসিন্দারা ছুটে যাচ্ছেন রসদ জোগাড়ে। কিন্তু সেই সুযোগ পাচ্ছে না রম্ভি, সেলফিদাড়ার মতো বেশ কয়েকটি এলাকা।শুধু তিস্তাপাড়ের রাস্তা নয়, বিপর্যয় ঘনাচ্ছে দার্জিলিংয়ের রাস্তাতেও। এখানেও একাধিক জায়গায় ধস নামার খবর মিলেছে। জাতীয় সড়ক দিয়ে কবে যান চলাচল শুরু হবে, তা পরিষ্কার হচ্ছে না। জানা যাচ্ছে, উত্তরবঙ্গে জাতীয় সড়কের পরিস্থিতি ক্রমশ ভয়াবহ হয়ে উঠছে। কবে এই সড়ক দিয়ে যান চলাচল শুরু হবে, স্পষ্ট হচ্ছে না কিছুই। চরম দুর্ভোগের মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে তিস্তা এবং জাতীয় সড়কের ধারের বাসিন্দাদের। কয়েকটি এলাকায় নিত্যদিনের জীবনধারণের রসদে টান পড়েছে বলে খবর। বৃষ্টি কমার পূর্বাভাসও পাওয়া যাচ্ছে না। বরং কয়েকদিন পর থেকেই আবারও টানা কয়েকদিন ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস রয়েছে।

সেনা-জঙ্গির গুলির লড়াই, কুলগামে নিকেশ ৬ সন্ত্রাসবাদী

শ্রীনগর, ৭ জুলাই (হি. স.): কাশ্মীরের কুলগামে শনিবার রাতভর সেনা-জঙ্গি গুলির লড়াইয়ে ৬ জঙ্গিকে নিকেশ করা গিয়েছে। রবিবার সকালে এই বিষয়ে জানিয়েছেন জম্মু ও কাশ্মীরের ডিজিপি আর আর সোয়াইন। তিনি বলেছেন, জঙ্গিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এটা বাহিনীর বড় জয়।
জানা গেছে, এই সংঘর্ষে শহীদ হয়েছেন দুই সেনাও। অন্যদিকে, রাজৌরিতেও সেনাক্যাম্পের কাছে হামলা চালায় জঙ্গিরা। দ্রুত পাল্টা জবাব দেয় বাহিনী।
উল্লেখ্য, শনিবারই কুলগামে জঙ্গিদের লুকিয়ে থাকার খবর মেলে। অভিযান শুরু করে সেনাবাহিনী। তল্লাশি অভিযান চলাকালীন পিছু হঠার জায়গা না পেয়ে নিরাপত্তাবাহিনীকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে জঙ্গিরা। পালটা জবাব দেয় সেনাও।

আগ্রায় স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেল ৮ কিশোর

আগ্রা, ৭ জুলাই (হি. স.): রবিবার সকালে আগ্রায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। জলাশয়ে স্নান করতে নেমে ডুবে গেল ৮ কিশোর। তাদের বাঁচাতে জলে ঝাঁপ দেন এক মহিলা। তিনিও তলিয়ে যান।
জানা গেছে, ডুবুরি এবং পুলিশের সহায়তায় ৪ কিশোর এবং ওই মহিলাকে উদ্ধার করা গিয়েছে। নিখোঁজ বাকি আরও ৪ কিশোর। ঘটনাটি ঘটেছে আগ্রার যমুনা এক্সপ্রেসওয়ের ডাম্পিং গ্রাউন্ডের কাছে একটি জলাশয়ে। নিখোঁজ কিশোরদের খোঁজে তল্লাশি জারি রেখেছেন ডুবুরিরা।

মধ্যরাতে কেক কেটে জন্মদিন পালন ধোনির

মুম্বই, ৭ জুলাই (হি.স.): শনিবার মধ্যরাতে ৪৩তম জন্মদিন পালন করলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক ধোনি। মুম্বইয়ের অনুষ্ঠানে ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা, ছিলেন বলিউডের ভাইজান সলমনও।
ধোনির কেক কাটার ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। উল্লেখ্য, কয়েক দিন আগেই ১৫তম বিবাহবার্ষিকী পালন করেছিলেন ধোনি এবং সাক্ষী।

রথযাত্রা উপলক্ষে জনগণকে শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ৭ জুলাই (হি. স.) : রবিবার রথযাত্রা উপলক্ষে জনগণকে শুভেচ্ছা জানালেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।
এদিন তিনি তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'সকলকে জানাই রথযাত্রার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। প্রার্থনা করি, প্রভু জগন্নাথের কৃপায় এই শুভদিন সকলের জন্য হয়ে উঠুক মঙ্গলময়। আজ সারা বাংলা জুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ এই উৎসবে যোগ দেবেন। ঐতিহাসিক মাহেশে আমরা মন্দিরের ঐতিহ্যসম্মত পুনর্নির্মাণ করেছি, কলকাতায় ইসকনের রথযাত্রায় আমি যোগ দেব, আগামী বছর এর সঙ্গে যুক্ত হবে দীঘার বিশাল রথযাত্রা ! জয় জগন্নাথ!!!'

ধস সেবকে, গাছ উপড়ে পড়লো জাতীয় সড়কে

শিলিগুড়ি, ৭ জুলাই (হি. স.): রবিবার সকালে ভূমিধসের জেরে একটা বড় গাছ উপড়ে পড়ে সেবকে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে। শুধু সেবক নয়, এদিন ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের বিভিন্ন জায়গায় নতুন করে ধস নামে।
জানা যাচ্ছে, উত্তরবঙ্গে জাতীয় সড়কের পরিস্থিতি ক্রমশ ভয়াবহ হয়ে উঠছে। কবে এই সড়ক দিয়ে যান চলাচল শুরু হবে, স্পষ্ট হচ্ছে না কিছুই। চরম দুর্ভোগের মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে তিস্তা এবং জাতীয় সড়কের ধারের বাসিন্দাদের। কয়েকটি এলাকায় নিত্যদিনের জীবনধারণের রসদে

ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা, রবিতে বন্ধ চারধাম যাত্রা

দেরাদুন, ৭ জুলাই (হি. স.): আগামী দুদিন ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে উত্তরাখণ্ডে। যার জেরে সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছে চারধাম যাত্রা। স্থানীয় প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, রবিবার চারধাম যাত্রা বন্ধ থাকবে। পুণ্যার্থীরা যে যেখানে আছেন, সেখানে থাকার বিষয়েই জানানো হয়েছে।
জানা গিয়েছে, আগামী ৭ এবং ৮ জুলাই উত্তরাখণ্ডে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে ভারতীয় মৌসম ভবন। আবহাওয়ার এই পূর্বাভাস দেখে শনিবার রাতেই গাড়োয়ালের ডিভিশনাল কমিশনার একটি নির্দেশিকা জারি করেন। নির্দেশিকায় বলা হয়, রবিবার সারা দিন এগোতে পারবেন না পুণ্যার্থীরা। যে যেখানে আছেন, যত দূর পর্যন্ত গিয়েছেন, সেখানেই দাঁড়িয়ে যেতে হবে। আবহাওয়া পরিষ্কার না হলে এগোনোর অনুমতি দেবে না প্রশাসন। ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস ও ধসের কারণে পুণ্যার্থীদের ঋষিকেশের পরে আর না এগোনোর কথা বলা হয়েছে। মৌসম ভবনের পূর্বাভাস অনুযায়ী, কুমায়ুন, পাউরি, চামোলি, রুদ্রপ্রয়াগে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এছাড়াও দেরাদুন, হরিদ্বার, তেহরির মতো জেলায়ও রয়েছে সতর্কতা। এই পরিস্থিতি পাহাড়ি রাস্তায় ধসের সম্ভাবনা রয়েছে। নদীগুলির জলও বাড়তে শুরু করেছে। ফলে পুণ্যার্থীদের সুরক্ষার স্বার্থে চারধাম যাত্রা সাময়িক বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে উত্তরাখণ্ড প্রশাসন।

দেওঘরে ভাঙলো বাড়ি, ধ্বংসস্তূপে একাধিক জনের আটকে থাকার আশঙ্কা

দেওঘর, ৭ জুলাই (হি. স.): গুজরাটের ছায়া এবার ঝাড়খণ্ডে। রবিবার সকালে দেওঘরে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল তিনতলা একটি বাড়ি। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি উদ্ধারকাজে নামে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। দুর্ঘটনাস্থল থেকে ২ জনকে উদ্ধার করে ইতিমধ্যেই হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এখনও ৬-৭ জন ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে রয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে।
প্রসঙ্গত, শনিবার গুজরাটের সুরাটেও একইরকম ঘটনার সাক্ষী থেকেছিল দেশ। সচিন পালি গ্রামের একটি ছতলা বহুতল তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে। সেই দুর্ঘটনায় রাতভর উদ্ধারকাজ চালিয়ে ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে এক মহিলাকে জীবিত উদ্ধার করা হয়। রবিবার সকালে ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে ৭ জনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

রথের ভিড় সামলাবে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, উদ্যোগ ওডিশা প্রশাসনের

পুরী, ৭ জুলাই (হি. স.): রবিবার পবিত্র রথযাত্রা উপলক্ষ্যে ভক্ত সমাগমে ভরে উঠেছে পুরী। এদিন সকাল থেকেই পুরীতে ভক্তদের ঢল। সারা দেশ থেকে, এমনকী বিদেশ থেকেও ভক্ত ও উৎসাহীরা ভিড় জমান এখানে। ভক্তদের ভিড় সামাল দিতে নয়া উদ্যোগ নিয়েছে ওডিশা পুলিশ-প্রশাসন। পুলিশ কর্মীদের পাশাপাশি এই প্রথম রথযাত্রায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অর্থাৎ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই।
ওডিশা পুলিশের অ্যাডিশনাল ডিজি দয়াল গাঙ্গওয়ার বলেন, গোটা এলাকায় ৪০টি সিসিটিভি পয়েন্ট রয়েছে। নিরাপত্তার খাতিরে প্রতিটি পয়েন্টে একাধিক সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে। এই সমস্ত ক্যামেরার সঙ্গে এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে তিনি আরও জানান, সিসিটিভি ক্যামেরা পৌঁছবে না এমন স্থানে এবং জনবহুল স্থানগুলিতে নজর রাখার জন্য ড্রোনের ব্যবহার করা হবে । সঙ্গে বিশাল সংখ্যক পুলিশ কর্মীও মোতায়েন থাকবে বলে জানিয়েছেন ডিজি ।

অর্ধশতাব্দী পরে বিরল যোগ, এবছর দুদিন ধরে চলবে রথযাত্রা

পুরী, ৭ জুলাই (হি. স.): প্রতিবার রথযাত্রার আগের দিন নব যৌবন বেশে সজ্জিত হন বলরাম, সুভদ্রা ও জগন্নাথদেব। এই বছর নবযৌবন বেশ, নেত্র উৎসব, রথযাত্রা সব একদিনে হচ্ছে। ফলে রথযাত্রা শুরু হতে বিকেল হয়ে যাবে। তাই সোমবার ফের রথযাত্রা। ৫৩ বছর পর এসেছে এই বিরল যোগ। এবারের রথযাত্রার তিথি দুইদিন অর্থাৎ ৭ ও ৮ জুলাই ধরে পড়েছে।উল্লেখ্য, রবিবার পবিত্র রথযাত্রা উপলক্ষ্যে ভক্ত সমাগমে ভরে উঠেছে পুরী। এদিন সকাল থেকেই পুরীতে ভক্তদের ঢল। সেজে উঠেছে জগন্নাথ ধাম। রথযাত্রা হিন্দুদের কাছে অন্যতম বড় পবিত্র এবং প্রধান উৎসব। রথযাত্রা ঘিরে একাধিক বিশ্বাস ও প্রথা রয়েছে। পুরীর রথযাত্রা সবসময়েই বিশেষ আকর্ষণ। এই সময় সারা দেশ থেকে, এমনকী বিদেশ থেকেও ভক্ত ও উৎসাহীরা ভিড় জমান এখানে।
জানা গেছে, এদিন সকাল থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে রথযাত্রার আচার অনুষ্ঠান। এই বছর একই দিনে নবযৌবন, নেত্র উৎসব এবং রথযাত্রা। তাই ভিড়ে ভক্ত সমাগম পুরীতে। রথের চাকা ঘুরবে বিকেলে। রথের দড়ি টানতে ভিড় করবেন কাতারে কাতারে মানুষ।

উত্তরাখণ্ডে বন্যা পরিস্থিতি, ভারী বৃষ্টির সতর্কতা নৈনিতালে

দেরাদুন, ৭ জুলাই (হি. স.): দিন যত গড়াচ্ছে ততই উদ্বেগজনক পরিস্থিতি হয়ে উঠছে উত্তরাখণ্ডে। একটানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়ে বিস্তীর্ণ এলাকা। রবিবার আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, বৃষ্টি বাড়তে পারে নৈনিতালে। এমনিতেই জলমগ্ন নৈনিতালের একাংশ। এরপরেও যদি বৃষ্টির পরিমাণ বাড়ে তাহলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হবে বলে অনুমান স্থানীয় প্রশাসনের। সেই কারণে নৈনিতালের বিভিন্ন জায়গায় স্থানীয় মানুষদের সতর্ক করতে মাইকিং করছে পুলিশ প্রশাসন। পাশাপাশি এলাকার থানাগুলিকেও বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।
অন্যদিকে, নৈনিতালের পাশাপাশি উত্তরাখণ্ডের আরও ৫ জেলায় জারি লাল সতর্কতা। এর মধ্যে চম্পাবত, বাগেশ্বর, উধম সিং নগর, পিথোরাগড়, আলমোড়াতে বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে জল। অবিরাম বৃষ্টিপাতের কারণে অলকানন্দা নদীর জল ফুঁসছে।

উত্তরবঙ্গে এক্সপ্রেসের মিডল বার্থের চেন ছিঁড়ে রক্তাক্ত যাত্রী

কলকাতা, ৭ জুলাই (হি. স.) : উত্তরবঙ্গে এক্সপ্রেসের মিডল বার্থের চেন ছিঁড়ে রক্তাক্ত যাত্রী। আচমকাই চেন ছিঁড়ে ওই যাত্রীর মাথায় ভেঙে পড়ে মিডল বার্থ।
জানা যাচ্ছে, উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসের থার্ড এসি-তে উঠেছিলেন একজন যাত্রী। যিনি ৪১ ও ৪৪ নম্বর বার্থের মধ্যে বসেছিলেন। রেলের তরফে জানা যাচ্ছে, কোনও ভাবে তিনি মিডল বার্থ খোলার চেষ্টা করছিলেন। সেই সময় চেনটি আচমকা খুলে যায় এবং তার মাথায় গিয়ে পড়ে। এর জেরে মাথার একটি অংশ ফেটে যায়। ট্রেনের ভিতরেই ওই পুরুষযাত্রীর প্রাথমিক চিকিৎসা করানো হয় যদিও, তাঁর সঙ্গে থাকা যাত্রীরা জানিয়েছেন ওই চেনটি আচমকা খুলে যায় লক থেকে এবং সেটি সমেত খুলে পড়ে যাত্রীর মাথায়। তবে হঠাৎ করে কীভাবে এই ঘটনা ঘটে গেল তা নিয়ে যাত্রীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

কর্ণাটকে হাসপাতাল সংলগ্ন অক্সিজেন বিভাগে বিস্ফোরণ, হতাহতের খবর নেই

বেঙ্গালুরু, ৭ জুলাই (হি. স.): রবিবার দুপুরে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। হাসপাতাল লাগোয়া অক্সিজেন বিভাগে বড়সড় বিস্ফোরণ। ঘটনাস্থলে দমকলের বিশাল বাহিনী। ঘটনাটি ঘটেছে কর্ণাটকের কলাবুরাগির চান্দাপুরে একটি হাসপাতালে।
জানা গেছে, রবিবার দুপুরে বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে হাসপাতাল চত্বর। ঘটনায় এখনও হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। কীভাবে এই বিস্ফোরণ ঘটল তা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্ক ছড়িয়েছে হাসপাতাল চত্বরে। ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে।

আমস্ট্রং হত্যাকাণ্ডে সিবিআই তদন্তের দাবি মায়াবতীর

চেন্নাই, ৭ জুলাই (হি. স.) : বিএসপি নেতা কে আমস্ট্রংয়ের রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় সিবিআই তদন্ত দাবি করলেন বিএসপি সুপ্রিমো মায়াবতী। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিনের কাছে এই দাবি করেছেন তিনি।
রবিবার কে আমস্ট্রং-এর বাড়িতে যান মায়াবতী, তাঁর সঙ্গে ছিলেন ভাইপো আকাশ আনন্দ। প্রয়াত নেতার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়। এরপর মায়াবতী বলেন, রাজ্যে আইন ভেঙে পড়েছে। অবিলম্বে এই খুনের ঘটনার সিবিআই তদন্ত দরকার। মূল অভিযুক্তরা এখনও ধরা পড়েনি। প্রসঙ্গত, ৫ জুলাই নিজের বাড়ির কাছে একদল দুষ্কৃতীর হাতে খুন হতে হয় এই নেতাকে। মায়াবতী আরও বলেন, রাজ্য যদি সঠিক তদন্ত করত, তবে এতদিনে অপরাধীরা জেলে থাকত। তাই এই তদন্তে সিবিআই দরকার।

রবিবার সকালে ফের ভূমিধস, বন্ধ ঋষিকেশ-রুদ্রপ্রয়াগ যাওয়ার রাস্তা

দেরাদুন, ৭ জুলাই (হি. স.) : লাগাতার বৃষ্টির জের। ফের উত্তরাখণ্ডে ভূমিধস। রবিবার সকালে উত্তরাখণ্ডের টোটা ভ্যালির গাইব ধারের কাছে ভূমিধসের ঘটনা ঘটে। যার জেরে বন্ধ হয়ে গিয়েছে ঋষিকেশ থেকে রুদ্রপ্রয়াগ যাওয়ার রাস্তা।
জানা গেছে, ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছে প্রশাসন। উল্লেখ্য, প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে বিগত কিছুদিন ধরে উত্তরাখণ্ডের বিভিন্ন জায়গায় ভূমিধসের ঘটনা ঘটছে। বিপাকে সাধারণ মানুষ। একাধিক রাস্তা বন্ধ থাকার জন্য বেশকিছু স্থানে আটকে পড়েছেন পর্যটকেরা।

সিঁড়ির রেলিং থেকে পড়ে শিশুমৃত্যু কলকাতায়

কলকাতা, ৭ জুলাই (হি. স.): খেলতে-খেলতে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। সিঁড়ির রেলিং থেকে পড়ে মৃত্যু হল শিশুর। শনিবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বালিগঞ্জের একটি আবাসন সংলগ্ন কোয়ার্টারে।
জানা গেছে, শনিবার রাতে দুই ভাইবোন সিঁড়িতে খেলা করছিল। সিঁড়ির রেলিং বেয়ে নিচে নামার খেলায় মগ্ন ছিল দুজন। বড় ভাইয়ের বয়স ৭-৮ বছর। ছোট বোন ৩-৪ বছর বয়সি। সিঁড়ির রেলিংকে স্লিপ বানিয়ে নিচে নামছিল বড় ভাই। পাশেই ছিল বোন। আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রেলিং থেকে পাশের ফাঁকা জায়গা দিয়ে নিচে পড়ে যায় সে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় শিশুটির। আবাসিকরা সঙ্গে সঙ্গে তাকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যায়। শিশুটিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

করোলা নদীর জলে প্লাবিত শহর, সেতুর ওপর বসছে বাজার

জলপাইগুড়ি, ৭ জুলাই (হি.স.) : উত্তরবঙ্গে আজোর ধারায় চলছে বৃষ্টিপাত। বিপজ্জনক হয়েছে একাধিক নদী। একই হাল জলপাইগুড়ি জেলার করোলা নদীর। সেখানেও প্লাবিত হয়েছে। তাই শনিবার রাত থেকেই অশনি সঙ্কেত দেখতে পেয়েছিলেন জলপাইগুড়ি শহরের দিনবাজারের ব্যবসায়ীরা। পাইকারি মাছের বাজার সহ অন্যান্য স্থানে জল থৈথৈ অবস্থা।রবিবার সপ্তাহের মূল ব্যাবসার দিনেও কার্যত করোলা নদীর জলে ডুবে রয়েছে শহরের প্রধান বাজার।

এদিকে এই দিনেই অন্যান্য দিনের তুলনায় বাজারে বেচা কেনা বেশি হয়ে থাকে। অগত্যা নিকটবর্তী সেতুর ওপরেই বাজারের সম্ভার নিয়ে বসে বেচা কেনা চলল দিনভর। স্থানীয় বাসিন্দারা নিজেদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করলেন। এই প্রসঙ্গে দীর্ঘ্য ৬২ বছর ধরে যুক্ত বাজারে এক মাছ বিক্রেতা জানান, """বছরে দু একদিন আমাদের এই ভোগান্তির শিকার হতে হয়, আজ মাছ বাজার নিজেই ডুবে রয়েছে।অপর এক মাছ বিক্রেতা বলেন, ভিড় থাকে ক্রেতাদের আর এই দিনেই যদি দোকান করা না যায় তাহলে কি করে চলবে , অগত্যা দিন বাজারের সংলগ্ন করলা নদীর সেতুর ওপরেই মাছ নিয়ে বসেছি। শুধু মাছ নয় সবজি বিক্রেতারাও বিক্রি বাট্টা করছেন সেতুর ওপর বসেই। কারণ মূল বাজার এলাকায় হাঁটুর ওপর জল।

নেই কংক্রিটের বাঁধ, আতঙ্কে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের নদী পাড়ের মানুষ

সুন্দরবন, ৭ জুলাই (হি.স.) : উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট মহাকুমার সুন্দরবনের হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের কেতার চক এলাকায় নদীতে ধস। সেই ধসের কারণে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এলাকার মানুষ, প্রতিবছর বর্ষা আসলেই নদী ভাঙ্গনের চিন্তায় পড়েন নদী মাত্রিক এলাকার মানুষেরা। এদিন কেতার চক ফেরিঘাটের পাশে প্রায় দেড়শ ফুট নদী বাঁধ ধসে বসে যাওয়ায় এলাকার মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। ইডিকেশন দফতরকে খবর দিলে তড়িঘড়ি তারা বাঁধ মেরামতের কাজে নেমে পড়েন, সেই বাঁধ মরামতের কাজ এখনো চলছে যুদ্ধকালীন তৎপরতায়। পাশাপাশি এলাকার মানুষের দাবি, আমরা রাত পাহারা দিয়ে বসে থাকি বিশেষ করে বর্ষাকালে আমাদের বিভিন্ন জায়গায় নদী বাঁধ ভেঙে যায়, জলে প্লাবিত হয়ে যায় গ্রামকে গ্রাম, যার কারণে আমরা এই বর্ষাকালে ছোট ছোট বাচ্চাদের নিয়ে আতঙ্কের মধ্যে নদী পাড়ে গ্রামে বসবাস করি এবং খুব আতঙ্কের মধ্যে থাকি, যে কখন না নদীর বাঁধ ভেঙ্গে যায়। তাদের দীর্ঘদিনের দাবি কংক্রিটের বাঁধ হলে খানিকটা হলেও আমরা চিন্তামুক্ত থাকতে পারবো, বিভিন্ন জায়গায় জানিও এখনো পর্যন্ত সেই ভাবে কংক্রিটের কাজ শুরু হয়নি। আবার বেশ কিছু কিছু জায়গায় কংক্রিটের বাঁধ হয়ে গেছে।

কিন্তু হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের মধ্যে বেশিরভাগ জায়গায় মাটির নড়বড়ে বাঁধ হওয়ায় আতঙ্কে এলাকার মানুষ। কবে হবে কংক্রিটের বাঁধ সেই আশায় দিন গুনছে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের মানুষ। ইডিকেশনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে আমাদের প্রপোজাল দেওয়া আছে যত দ্রুত সম্ভব আমরা নদী বাঁধ যাতে কংক্রিটের হয় তার সবরকম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। পাশাপাশি যখনই যে মুহূর্তে খবর পাচ্ছি কোন দুর্ঘটনা নদী বাঁধ ভাঙ্গনের সেই মুহূর্তে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ছি নদী বাঁধ সংস্কারের জন্য। তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি তিনি বলেন নদী বাঁধের ধসের খবর পেয়ে তড়িঘড়ি আমরা ইডিকেশন দফতরকে জানিয়ে দিই, ইতিমধ্যে সেই কাজ শুরু হয়ে গেছে। পাশাপাশি কংক্রিট বাঁধের জন্য আমাদের প্রপোজাল দেওয়া আছে এখন দেখার বিষয়, কবে সেই নদী বাঁধ টেন্ডার হবে এবং তার কাজ শুরু হবে সেই দিকে তাকিয়ে আছি। তবে যতদূর সম্ভব খুব তাড়াতাড়ি এই কংক্রিটের বাঁধ এর কাজ শুরু হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

নিউ বারাকপুর নিজের শহরকে চেনাতে ১৬০০ কিমি পারি সাইকেল নিয়ে কেদারনাথ ভ্রমণ

ব্যারাকপুর, ৭ জুলাই (হি.স.) : নিজের শহরকে চেনাতে, পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষা,গাছ লাগান, প্রাণ বাঁচান, পশুপ্রেম ও মানব কল্যাণের বার্তা ছড়িয়ে দিতে রবিবার সকালে নিউ বারাকপুর কৃষ্টি প্রেক্ষাগৃহের সামনে থেকে সাইকেলে কেদারনাথ যাত্রার শুভ সূচনা করলেন কর্মহীন টোটো চালকরা। ছোট্ট শহর নিউ ব্যারাকপুরের নাম অনেকের কাছেই অজানা। তাই নিজের এলাকার নাম দেশবাসী বেশি করে জানুক, এই জেদ নিয়ে নিউ বারাকপুর থেকে সাইকেলে প্যাডেল করেই দুর্গম পথ কেদারনাথের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলেন কর্মহীন টোটো চালক প্রতীক রক্ষিত। পূর্বে ইন্টারনেট সংযোগের টেকনিশিয়ান হিসেবে কাজ করলেও, পরবর্তীতে টোটো চালক হিসেবেই সকলেই চেনেন প্রতীককে। তবে বর্তমানে নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়ে বিক্রি করতে হয় সেই টোটোও। এখন তাই বেকার কর্মহীন জীবন কাটছে প্রতীকের।

এই পরিস্থিতিতে, নিউ ব্যারাকপুর থেকে সর্বপ্রথম কোনও ব্যক্তি সাইকেল নিয়ে কেদারনাথ যাত্রা করছেন। পূর্বে ১২৫ সিসির বাইক নিয়ে লাদাখ ভ্রমণের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে তার। তবে এবার প্রায় ১৬০০ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে, শুভ রথযাত্রায় দেবাদিদেবের এই ধাম জয়ের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছেন নিউ ব্যারাকপুরের প্রতীক রক্ষিত। এই যাত্রায় তার সময় লাগবে প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ দিন। ঝাড়খান্ড, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখান্ড হয়ে গন্তব্যে পৌঁছানোর রুট ম্যাপ স্থির করেছেন কর্মহীন টোটো চালক প্রতীক। বর্তমানে নিউ ব্যারাকপুর পৌরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ব কোদালিয়া বাসিন্দা তিনি। রবিবার সকালে কৃষ্টি অডিটোরিয়ামের সামনে থেকে শুরু করলেন তার শুভযাত্রা। তবে কেন এমন উদ্যোগ তার! তা নিয়ে কথা বলতেই জানা গেল, কাউকে নিউ বারাকপুর বললে সে ঠিকমতো চিনতে পারে না। তখন কলকাতার কাছে সহ নানা স্থানের কথা বলে চেনাতে হয়। এইখান থেকেই প্রতীকের আপত্তির শুরু। জেদ চেপে বসে কেন নিউ ব্যারাকপুর শহর কে চেনাতে গেলে কলকাতার পরিচয় দিয়ে চেনাতে হবে! তাই কোন প্রশাসনিক বা রাজনৈতিক ব্যক্তি হিসেবে নয়, নিজের শহরকে চেনাতেই সাইকেলে প্যাডেল করে দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা প্রতীকের। পথে যে সকল মানুষের সঙ্গে দেখা হবে বা যে জায়গাগুলো দিয়ে তিনি যাবেন সেখানকার মানুষদের নিউ ব্যারাকপুর শহরের কথা তুলে ধরে পরিচিত করাবেন এই সাইকেলে কেদারনাথ ভ্রমণকারী। সাইকেলে বেঁধে নিয়েছেন টেন্ট, প্রয়োজনে রাস্তার ধারেই কাটাবেন রাত। তার এই যাত্রার কথা শুনে ইতিমধ্যেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে স্থানীয় নিউ ব্যারাকপুর থানা সহ পুরসভার পুরপ্রধান ও জনপ্রতিনিধিরা। পাশাপাশি বেশ কিছু বাইক রাইডার সংস্থার সাহায্যেও মিলছে প্রতীকের। কিন্তু জেদ একটাই """আমার শহর নিউ ব্যারাকপুর""" কে চিনুক সকলে। প্রতীকের এমন উদ্যোগকে কুর্নিশ জানিয়েছেন নিউ ব্যারাকপুর পুরসভার চেয়ারম্যান প্রবীর সাহা এবং থানার ওসি সুমিত কুমার বৈদ্য ও।রবিবার সকালে প্রতীকের শুভ যাত্রায় তাকে উত্তরীয় পরিয়ে ও ফুলের তোড়া দিয়ে অভ্যর্থনা জানান থানার ওসি সুমিত কুমার বৈদ্য সহ অন্যান্য আধিকারিক রাও। ছিলেন বাইক রাইডার্সরাও।

গণপিটুনিতে মৃত্যু এক ব্যক্তির, পুলিশের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ গ্রামবাসী

ভাঙর, ৭ জুলাই (হি.স.) : রাজ্যে একের পর এক গণ পিটুনির ঘটনা ঘটেই চলেছে। এবার আরও বড় কাণ্ড ঘটে গেলো দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙরে। গণপিটুনিতে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। চোর সন্দেহে বেঁধে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ। রবিবার এমনই ঘটনা ঘটেছে ভাঙড় থানা থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে ভাঙড় বাজারে। দীর্ঘক্ষণ মৃতদেহ পড়ে থাকলেও পুলিশ আসেনি বলে অভিযোগ। অতঃপর গ্রামবাসীরা নিজেরাই মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ।

মৃত ব্যক্তির নাম আজগার মোল্লা। ফুলবাড়ী এলাকার বাসিন্দা তিনি। ঘটনার পর থেকে বাজারের ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষজন কার্যত মুখে কুলুপ এটেছে। দীর্ঘক্ষন মৃতদেহ পড়ে থাকলেও পুলিশ আসেনি। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে নিয়ে রীতিমত প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এদিকে রাজ্যের একের পর এক গণপিটুনির ঘটনায় সোচ্চার হয়েছে বিরোধীরা। তাদের দাবি রাজ্যের রাজ্যের আইন শৃংখলা পরিস্থিতির ওপর সরকারের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। তাই এধরনের ঘটনা বারবার ঘটে চলেছে। সাধারণ মানুষ আইন নিজেদের হাতে তুলে নিচ্ছেন। তবে এই ধারা মোটেই শুভ লক্ষণ নয় রাজ্যের জন্য। আগামী দিনে পুলিশ প্রশাসনকে আরো কঠোর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে বলে মত বিশিষ্টজনদের।

তমলুকে মহাপ্রভু মন্দিরের রথযাত্রায় রাজ্যের বিরোধী দলনেতা

পূর্ব মেদিনীপুর, ৭ জুলাই (হি.স.) : তমলুক শহরের ঐতিহাসিক পবিত্র পীঠস্থান মহাপ্রভু মন্দির। শ্রী শ্রী চৈতন্যদেব পুরী যাওয়ার পথে তমলুক শহরে তিনবার রাত্রি যাপন করেছিলেন। বেশ কয়েক বছর ধরে মহাপ্রভু মন্দিরে রথযাত্রা উপলক্ষে শুভেন্দু অধিকারী আসছেন। রবিবার রথযাত্রা উপলক্ষে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তমলুক শহরের মহাপ্রভু মন্দিরে আসেন। জগন্নাথ সুভদ্রা বলরাম তিনটি সুসজ্জিত রথ এর সামনে শুভেন্দু অধিকারী আরতী করেন, নারকেল ফাটান, এবং ঝাড়ু দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করে তিনটি রথের দড়ি টেনে রথযাত্রার সূচনা করেন।

শুভেন্দু অধিকারী বলেন এই মন্দিরের সঙ্গে ভক্ত হিসেবে আট দশ বছর আমাকে জড়িয়ে দিয়েছে এবং আমিও যুক্ত হয়েছি, চৈতন্যদেব পুরী যাওয়ার সময় এখানে তিনবার রাত যাপন করেছেন ফলে এটি ঐতিহ্যবাহী মন্দির, সনাতন ধর্মের সমস্ত নিয়ম-নীতি মেনে চৈতন্যদেবের ভাবাদর্শ মেনে কর্মসূচি হয়। আমি পাঁচ ছয় বছর ধরে সূচনাতে থাকছি এটা আমার পরমপ্রাপ্তি।

রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী পূর্ব মেদিনীপুর জেলা তমলুক শহরে মহাপ্রভু মন্দির এর রথযাত্রা সূচনা করে তিনি বেরিয়ে যান মেচেদার ইসকন মন্দিরের উদ্দেশ্যে। তমলুক শহরের মহাপ্রভু মন্দিরের তিনটি রথ তমলুক শহর পরিক্রমা করে তমলুক রাজবাড়ীতে মাসির বাড়িতে আগামী এক সপ্তাহ থাকবেন। এক সপ্তাহ পরে আবার তমলুক মহাপ্রভুর মন্দিরে ফিরে আসবেন জগন্নাথ সুভদ্রা এবং বলরাম।

চৌবাগায় প্লাস্টিক কারখানায় বিধ্বংসী আগুন

কলকাতা, ৭ জুলাই (হি. স.) : আনন্দপুর থানা এলাকার চৌবাগায় একটি প্লাস্টিক কারখানায় বিধ্বংসী আগুন লাগে। রবিবার বিকালে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে কারখানা। এরইমধ্যে প্রাণ বাঁচাতে পাশের একটি বাড়ির দোতলা থেকে ঝাঁপ দেন এক যুবক। গুরুতর আহত হন তিনি।

মূলত প্লাস্টিকের সামগ্রীতে ঠাসা ছিল এই কারখানা। এদিকে চারপাশে বাড়ি। জনবসতি এলাকা হওয়ায় আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়। যেখানে আগুন লাগে, তিনদিক থেকে তা ঘিরে দমকল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ১১টি ইঞ্জিন। নামানো হয় ড্রোনও। তবে একেবারে ঘিঞ্জি এলাকা। তার মধ্যে অন্ধকার হয়ে আসছে। ফলে বাড়ছে উদ্বেগ। আশেপাশের বাড়ি ইতিমধ্যেই খালি করার কাজ শুরু হয়েছে। এক ঘণ্টার বেশি সময় ধরে জ্বলছে প্লাস্টিক কারখানা।

জানা গেছে, বাকি শ্রমিকরা বেরিয়ে আসতে পারলেও একজন ছাদের উপরে চলে যান। নানাভাবে ছাদ থেকে নামার চেষ্টাও করেন। তবে নামতে না পারায় আতঙ্কে ঝাঁপ দেন নিচে। মাথায় ও শরীরের নানা অংশে আঘাত লাগে। রক্তাক্ত অবস্থায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

একছাতার তলায় ব্যবসায়িক সুবিধা দিতে মালদায় হকার্স কর্ণারের উদ্বোধন

মালদা, ৭ জুলাই (হি.স.) : রাজ্যের হকার নীতিতে বদল আনতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাস্তায় বসে ব্যবসা করতে পারবেন না হকাররা। নির্দিষ্ট সীমানা বা গন্ডির মধ্যে থেকে ব্যবসা করতে হবে। তাই এবার ইংরেজবাজার পৌরসভার উদ্যোগে ব্যবসায়ীদের সুবিধার্থে গৌড়বঙ্গ হকার্স কর্নারের উদ্বোধন করা হলো রবিবার দুপুরে।

ইংরেজবাজার পৌরসভার ৪নম্বর ওয়ার্ডের মালঞ্চপল্লী রাজ্য সরকের পাশে নারকেল ফাটিয়ে ফিতা কেটে গৌড়বঙ্গ হকার্স মার্কেটের উদ্বোধন করেন চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ন চৌধুরী। সঙ্গে ছিলেন স্থানীয় চার নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মনু সাহা, আরো ৩ কাউন্সিলর কাকলি চৌধুরী, শুভময় বসু, গৌতম দাস, তিন নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রতিনিধি সৌভিক মন্ডল সহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিরা। এই মার্কেটে প্রথম ধাপে প্রায় ৫৭ জন মাছ মাংস সবজি ব্যবসায়ী তারা নিজের স্থায়ী কর্মসংস্থানের জায়গা পেল। আগামী দিনের জন্য আরো শতাধিক ব্যবসায়ীদের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এতদিন প্রায় ৪০ বছর ধরে তারা রাস্তার ধারে ঝড় বৃষ্টি রোদ তাপের মধ্যে কষ্টে ব্যবসা করতো। অবশেষে পাকা দোকান, লাইট ফ্যানের সুব্যবস্থা, মালপত্র রাখার নির্দিষ্ট জায়গা, টয়লেট সহ পানীয় জলের সুব্যবস্থা সহকারে ঝা চকচকে দোকান উপহার পেয়ে অত্যন্ত খুশি ব্যবসায়ীরা ধন্যবাদ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

নলহাটিতে ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু দাদুর, অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা নাতির

বীরভূম, ৭ জুলাই (হি.স.) : বীরভূমের নলহাটি থানার অন্তর্গত, মাঠ কলিঠার ধর্মতলার সামনে ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের উপরে ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক প্রৌঢ়ের। অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলো আরেক ব্যক্তির। সম্পর্কে তারা দাদু ও নাতি। মৃত ব্যক্তির নাম মান্নান শেখ বাড়ি নবগ্রাম থানার অন্তর্গত সোদপুর গ্রামের। আহত ব্যক্তির নাম সাদেক শেখ।ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন একটি মোটর বাইকে করে দুইজন আরোহী মুর্শিদাবাদের নবগ্রাম থেকে নলহাটির দিকে যাচ্ছিল, উল্টো দিক থেকে একটি বালি বোঝাই কারী ট্রাক এসে তাদের সজোরে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষে ছিটকে পড়ে যায় ওই দুই আরোহী, তাদের মধ্যে একজন বয়স্ক আরোহী মানে দাদু ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। অপরজন অর্থাৎ নাতি ছিটকে যাওয়ায় প্রাণে বেঁচে যান। বাইক চালাচ্ছিলেন নাতি। বাইক আরোহী জানান, তারা নির্দিষ্ট সাইড ধরে মোটর বাইকে করে নলহাটি আসছিলেন একটি ট্রাক এসে তাদেরকে ধাক্কা মারে এবং দেখেন তার দাদু পাশে পড়ে রয়েছেন। দাদুকে চিকিৎসা করার জন্য নলহাটির উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলেন। রাস্তায় এমন ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটবে ভাবতে পারেনি। কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি।।।

স্থানীয় বাসিন্দারা খবর দেয় নলহাটি থানায়, ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় নলহাটি থানার পুলিশ। এবং উদ্ধার করে মৃত ব্যক্তিটিকে।এদিকে দুর্ঘটনাগ্রস্থ এলাকা থেকে বালি বোঝাই কারি ট্রাকটি পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, কিছুটা দূরে রাস্তার একপাশে ট্রাক রেখে পালিয়ে যায় ট্রাকের ড্রাইভার ও খালাসি। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে আসে এলাকায়।

নতুন ন্যায় সংহিতার ধারায় মামলা দায়ের মহুয়া মৈত্রর বিরুদ্ধে

কলকাতা, ৭ জুলাই (হি. স.): মহুয়া মৈত্রর বিরুদ্ধে নতুন ন্যায় সংহিতার ধারায় মামলা রুজু করা হল। জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন রেখা শর্মার বিরুদ্ধে করা মন্তব্যের জেরে এবার নতুন ন্যায় সংহিতার ধারায় মামলা মহুয়া মৈত্রর বিরুদ্ধে। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি একটি 'অপমানজনক' পোস্ট করেছিলেন বলে অভিযোগ। তার পরিপ্রেক্ষিতেই এই মামলা এবার নতুন ন্যায় সংহিতার ধারা অনুসারে করা হচ্ছে।

জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন রেখা শর্মা মহুয়ার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের আবেদন জানিয়েছিলেন দিল্লি পুলিশের কাছে। তার ভিত্তিতেই এই মামলা দায়ের বলে জানা গেছে।

রথযাত্রায় দেশবাসীকে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রী মোদীর

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাই (হি. স.): রবিবার রথযাত্রা উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন তিনি নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, সকলকে রথযাত্রার শুভেচ্ছা। আমরা সকলেই প্রভু জগন্নাথ দেবের কাছে মাথা নত করে প্রণাম জানাই। তিনি যেন তাঁর আশীর্বাদ আমাদের সকলকে দেন।

উল্লেখ্য, এদিন রথযাত্রা উপলক্ষে গোটা দেশে উৎসবের আমেজ। রথযাত্রা উপলক্ষে পুরীতে বিশাল আয়োজন করা হয়েছে। প্রতিবারের মত এবারেও ভক্তদের ঢল নেমেছে পুরীতে। প্রসঙ্গত, এবছর রাষ্ট্রপতি উপস্থিত থাকছেন পুরীর রথযাত্রায়।

রবিবার পুরীতে রথযাত্রা প্রত্যক্ষ করবেন রাষ্ট্রপতি

পুরী, ৭ জুলাই (হি. স.): রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু রবিবার ওডিশার পুরীতে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা প্রত্যক্ষ করবেন। এমনিতেই বিপুল ভক্তসমাগম, তার ওপর আবার রাষ্ট্রপতির সফর, ফলে পুরীতে নিরাপত্তা আরও আঁটোসাঁটো করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ৯ জুলাই পর্যন্ত ওডিশা সফরে থাকবেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রবিবার পুরীতে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা প্রত্যক্ষ করবেন তিনি। এই সফরকালে রাষ্ট্রপতি উদয়গিরিতেও যাবেন। এছাড়া বিভূতি কানুনগো শিল্প কলা কলেজ এবং উৎকল সংস্কৃতি বিশ্ব বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গেও মত বিনিময়ের কর্মসূচী রয়েছে তাঁর।

প্রসঙ্গত, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু একদা ওডিশার রায়রংপুরের বিজেপি বিধায়ক ছিলেন। সেসময় প্রায়শই তিনি জগন্নাথদেবের দর্শনে যেতেন। রাষ্ট্রপতি হওয়ার পরেও পুরীর মন্দির দর্শনে গিয়েছিলেন দ্রৌপদী মুর্মু। আর এবছর পুরীর রথযাত্রায় যোগ দিতে চলেছেন রাষ্ট্রপতি।

কমলপুরে শুরু হল শীততাপ নিয়ন্ত্রিত গেস্ট হাউস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ৭ জুলাই: কমলপুরে আজ থেকে শুরু হলো শীততাপ নিয়ন্ত্রিত গেস্ট হাউস।অতিথি ও পর্যটকদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে রথযাত্রার পূণ্যদিনে মায়ের মালিকের হাত ধরে কমলপুর শহরের প্রাণকেন্দ্র আপনজন চৌমুহনিতে পথ চলা শুরু করল নিগমানন্দ গেস্ট হাউস। গেস্ট হাউস কর্ণধার সজল গোপের মা রেনু গোপ ফিতা কেটে গেস্ট হাউসের উদ্বোধন করলেন।

তাছাড়া, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কমলপুরের ব্যবসায়ী গন। ত্রিতল বিশিষ্ট এই গেস্ট হাউজে সাধারণ থেকে শুরু করে ভিআইপিদের জন্যও রয়েছে সব ধরনের ব্যবস্থাপনা।

নিগমানন্দ গেস্টহাউজের মালিক সজল গোপ জানিয়েছেন, কমলপুরের বাইরে থেকে আসা অতিথিদের শহরের প্রাণকেন্দ্রে থাকার জন্য সর্ব সুবিধা সম্পন্ন তেমন কোনো ভালো হোটেল বা গেস্ট হাউস ছিল না। এতদিন শহরের প্রাণকেন্দ্রে সুবিধাজনক ও স্বস্তিদায়ক পর্যটক আবাস বা রাত্রি যাপনের একমাত্র বিশ্বস্ত ঠিকানা ছিল কমলপুর নগর পঞ্চায়েত পরিচালিত পর্যটন দফতরের টুরিস্ট লজ।

তার জন্যই সজল গোপ তৈরি করেছেন এই সর্ব সুবিধা সম্পন্ন নিগমানন্দ গেস্ট হাউস। যা আজ উদ্বোধন হল।

টি ইউ এস এসে'র আত্মপ্রকাশ উপলক্ষ্যে বিশেষ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৭ জুলাই।। রাজ্যের দুই তরুণ তুর্কি শিক্ষক, সাতনালা দ্বাদশের অজন্ত রায় ও পিএম চুড়াইবাড়ি দ্বাদশের দেবাশিস দাসের সামার হ্যাপিনেস প্রোগ্রামের অভূতপূর্ব সাফল্যের আরো এক নজির লক্ষ্য করা গেল আজ। এদিন রথযাত্রার পুণ্যদিনে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালের রোগীদের মধ্যে ফল বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। শ্রী রায় ও শ্রী দাস, নিরন্তর রাজ্যের প্রতিটি জেলায় এই ধরনের নজিরবিহীন কর্মসূচী চালিয়ে যাচ্ছেন।

আজ ফল বিতরণ কর্মসূচীর প্রধান অতিথি ছিলেন ধর্মনগর জেলা প্রেসক্লাবের সম্পাদক পান্না ঘোষ, সম্মানিত অতিথি ছিলেন কর্তব্যরত চিকিৎসক রাজা নাগ। মৌসুমী ফল সহ আরো নানান ফল রোগীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠান সম্পর্কে দেবাশিস দাস ও অজন্ত রায় জানালেন, সামার হ্যাপিনেস প্রোগ্রাম একটি অনন্য কর্মসূচি, এবং ভবিষ্যতে আরো এমন নানাবিধ কর্মসূচির ভিতর দিয়ে সমাজের পাশে থাকবেন উনারা। রাজ্যের সকল শিক্ষক যারাই যোগাযোগ করছেন তাদের সকলের সিদ্ধান্তক্রমে আজ সামার হ্যাপিনেস প্রোগ্রাম একটি সংগঠনে পরিণত হয়, এবং এই সংগঠনের নাম, " টিচার্স ইউনাইটেড ফর সোশ্যাল সার্ভিস" বা টি ইউ এস এস।

রাজ্য ও বহিঃরাজ্যের যেকোনো জায়গায় শিক্ষকরা একত্রিত হয়ে সমাজের জন্য কাজ করতে চাইলে উনারা যোগাযোগ করবেন এবং উনারা টিইউএসএসের হয়ে কাজ করতে পারবেন।

অনুষ্ঠানে আজ উপস্থিত ছিলেন অজন্ত রায়, অমৃতা সিনহা, দেবাশিস দাস, মেক্সওয়েল অলিভার দেবনাথ, রাজেশ দাস, কৃষ্ণেন্দু অধিকারি, সৌরভ মজুমদার, শিবশংকর দেব সহ আরো অনেক শিক্ষক শিক্ষিকারা। রাজেশ দাস দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সাথে জানিয়েছেন টিইউএসএস এর ধারণা সম্পূর্ণ নূতন। এটা একটা মানববন্ধন। আগামীদিনে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের কর্মসূচী নিয়ে উনারা এগিয়ে যাবেন এবং এই কাজে উনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

সুরাটের বহুতল ভেঙে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৭, সরানো হচ্ছে ধ্বংসস্তুপ

● আটের পাতার পর

ছয়তলা বিল্ডিংয়ে অনেকগুলি ফ্ল্যাটের মধ্যে মাত্র কয়েকটিতেই লোকজন থাকতেন। তবে শনিবার সকালের দিকে অনেকেই বেরিয়ে গিয়েছিলেন। বিশেষ করে পরিবারের ছেলেরা ছিলেন না বলেই জানা যাচ্ছে। তাই বেশিরভাগ মহিলা আটকে পড়েছিলেন বলে জানা যাচ্ছে।

শান্তিরবাজারে বিজেপির কার্যালয়ের শিলান্যাস

● আটের পাতার পর

শুরু করে ক্রয় করা পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন বিজেপির দক্ষিন জেলার কৃষান মোর্চার সভাপতি সত্যব্রত সাহা, প্রদেশ বিজেপির যুব মোর্চার নেতৃত্ব সুমন দেবনাথ, বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং সহ অন্যান্যরা।

সকলের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় শান্তির বাজারে গড়ে উঠতে চলেছে বিজেপির দলীয় কার্যালয়। রবিবার রথযাত্রার পূন্য তিথিতে আনুষ্ঠানিকভাবে দলীয় কার্যালয়ের শিলান্যাস করা হয়। প্রদেশ বিজেপির সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্যের হাত ধরে আজকের এই শিলান্যাস অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত করা হয়। বিজেপির উদ্দ্যোগে আয়োজিত শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উদ্বোধক প্রদেশ বিজেপির সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য, বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, বিজেপির দক্ষিন জেলার কৃষানমোর্চার সভাপতি সত্যব্রত সাহা, প্রদেশ বিজেপির যুব মোর্চার সম্পাদক সুমন দেবনাথ, শান্তিরবাজার পুর পরিষদের চেয়ারম্যান সপ্না বৈদ্য, মন্ডল সভাপতি শ্যামলাল দেবনাথ সহ অন্যান্যরা।

শিলান্যাস অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বক্তারা রাজ্যসরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর কথা জনসন্মুখে তুলে ধরেন। বিজেপির উদ্দ্যোগে আয়োজিত আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত কর্মীসমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দিপনা লক্ষ্য করা যায়।

তিনকাল সাহিত্য উৎসব জমজমাট

● আটের পাতার পর

মৌসুমি গোয়ালার "টিস্বাদা ৭১০" ,বিদ্যুৎ হোসেনের "মানুষ নির্বাক খরগোশ", ফাল্গুনী চক্রবর্তীর "খুবলেই শিলং" বইগুলো। সভাপতিত্ব করেন বরিষ্ঠ সাহিত্যিক ঋতেণ চক্রবর্তী।

আসন সমঝোতা নিয়ে ঊনকোটিতে বাম-কংগ্রেসের মধ্যে জটিলতা

● **প্রথম পাতার পর** কংগ্রেস দল গৌরনগর সমিতি নির্বাচনে ৫ টি আসন লাভ করে। এবং গ্রাম পঞ্চায়েত ১০টি পেয়েছিল।

এবারে যেহেতু বামেদের সাথে জোট আছে সেকারনে আমরা বলেছি সমিতির ৫ টি আসন এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের দুটি করে আসন কংগ্রেসকে ছেড়ে দে রাজি হয়েছে সিপিএম। তাছাড়া যেসব পঞ্চায়েতে কংগ্রেস দল জয়ী হয়েছে সেসব পঞ্চায়েত বাদ দিয়ে সিপিএমকে প্রার্থী দিতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।যেসব সমিতি আসনে গত বার কংগ্রেস জয়ী হয়েছে এইসব আসনে সিপিআইএম প্রার্থী দিতে পারবে না বলে স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই শর্ত মেনে নিলেই সিপিএমের সঙ্গে কংগ্রেসের আসন সমঝোতা হতে পারে বলে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা।

বিধায়ক বীরজিত সিনহা বলেন ,সি পি আই এমের সাংগঠনিক শক্তি নেই যে সব গ্রাম পঞ্চায়তের দিতে পারবে না সিপিআইএম। উল্লেখ্য ২০১৯সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে গৌরনগর ব্লকে কংগ্রেস দল সমিতির পাঁচ টি আসন ও গ্রাম পঞ্চায়ত১০টি দখল করেছিল।গৌরনগরে মোট গ্রাম পঞ্চায়তের ২০টি। আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেস ও সিপিএমের মধ্যে আসন সমঝোতা না হলে আখেরে লাভ হবে শাসক দল বিজেপির।

পুলিশ কনস্টেবলের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগঃ মামলা

● **প্রথম পাতার পর** ছয় মাস ধরে হরেকৃষ্ণ দেবনাথ এর চালচলন ও কথাবার্তায় অসংলগ্ন লক্ষ্য করে তার স্ত্রী। তখন রুপা দেবনাথের সন্দেহ জাগে।

অবশেষে পহরমুড়া এলাকায় নিয়ে নিজের স্বামীকে হাতেনাতে আটক করে ওই ব্যক্তি। দ্বিতীয় স্ত্রী পিংকি রানী দেবনাথের বাড়িতে গিয়ে হাতেনাতে ধরে ফেলেন দুজনকে। পরে তিনি জানতে পারেন ৬ মাস আগে তার স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করে তাকে না জানিয়ে।

আজ খোয়াই মহিলা থানায় তার স্বামীর বিরুদ্ধে এবং তার শ্বশুর বাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন প্রথম স্ত্রী রূপা দেবনাথ। বর্তমানে তার স্বামী কচুছড়া পুলিশ স্টেশনে কর্মরত রয়েছে এবং রুপা দেবনাথ এবং তার ছোট ছোট শিশুদের জন্য প্রশাসনের কাছে তিনি সুষ্ঠু বিচার চান।

ক্রীড়াঙ্গন

বডি বিল্ডার্স এন্ড ফিটনেস অ্যাসো: থেকে আরাধ্যা ও মেট্রিক্স চেসএকাডেমী সংবর্ধিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। মনোজ্ঞ এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রাজ্যের সোনার মেয়ে আরাধ্যা দাস কে সংবর্ধিত করা হয়েছে। পাশাপাশি সংবর্ধনা জানানো হয়েছে আরাধ্যার চেস একাডেমি তথা ঐতিহ্যবাহী মেট্রিক্স চেস একাডেমিকেও ত্রিপুরা বডি বিল্ডার্স এন্ড ফিটনেস এসোসিয়েশনের উদ্যোগে আগরতলা প্রেসক্লাবের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে তাঁদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে সংস্থার অন্যতম উপদেষ্টা তথা ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী, সহ-সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ, মেট্রিক্স চেস একাডেমির কর্নাধার তথা প্রধান কোচ কিরীটি দত্ত প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন ত্রিপুরা বডি বিল্ডার্স এন্ড ফিটনেস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তনয় দাস। সংক্ষিপ্ত ভাষণে প্রত্যেকে আরাধ্যার আরও সাফল্য এবং মেট্রিক্স চেস একাডেমীর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেছেন। ২৬ তম এশিয়ান চেস চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ পদক বিজয়ী, অনূর্ধ ১০ বছর বিভাগে আরাধ্যা অচিরেই উইমেন ক্যান্ডেট মাস্টার টাইটেল পাচ্ছে। স্বপ্ন রয়েছে গ্র্যান্ড মাস্টার নর্ম পাওয়ার লক্ষ্যে। আগামী দিনে আরাধ্যার এবং মেট্রিক চেস একাডেমির উন্নতি কল্পে ত্রিপুরা বডি বিল্ডার্স এন্ড ফিটনেস অ্যাসোসিয়েশন পাশে থেকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে বলে অনুষ্ঠানে ঘোষণা করা হয়। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানানো হয়।

বৈকুন্ঠ নাথ স্মৃতি মহিলা ফুটবল লিগে প্রীতির জোড়া গোলে জয়ী বিশ্রামগঞ্জ

বিশ্রামগঞ্জ প্লে সেন্টার-৩ **চলমান সঙ্ঘ-০**

(প্রীতি-২, নিশা)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্বল চলমান সঙ্ঘের বিরুদ্ধে জয় পেলেও ঝরাতে হলো ঘাম। বিশ্রামগঞ্জ প্লে সেন্টারের বালিকা ফুটবলারদের। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত বৈকুন্ঠ নাথ স্মৃতি মহিলা ফুটবল লিগে।

উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে বিশ্রামগঞ্জ প্লে সেন্টার ৩-০ গোলে পরাজিত করে চলমান সঙ্ঘ। ম্যাচে বিজয়ী দলের প্রীতি জমাতিয়া দুটি গোল করেন। সঙ্গত কারনে ম্যাচের সেরা ফুটবলার হিসাবে বেছে নেওয়া হয় প্রীতিকে। আসর ৪ ম্যাচ খেলে দ্বিতীয় জয় এটি সুজিত ঘোষের দলের। ২টি ম্যাচে ঝয এহং দুটি ম্যাচে পয়েন্ট ভাগ করে বিশ্রামগঞ্জের পয়েন্ট ৮। এদিন ম্যাচের শুরুতেই গোল পেয়ে যায় বিশ্রামগঞ্জ প্লে সেন্টার। সবে মাত্র খেলা শুরু হয়েছে। ম্যাচের বয়স তখন মাত্র ৫ মিনিট। আক্রমণে গিয়ে দুরন্ত গোল করে বিশ্রামগঞ্জ প্লে সেন্টারকে এগিয়ে দেন নিশা জমাতিয়া। শুরুতেই গোল পেয়ে দ্বিগুন উৎসাহে আক্রমণের গিত আরও বাড়ান অঞ্জলী দেববর্মা। বিশ্রামগঞ্জের ফুটবলারদের ক্রমাগত আক্রমণে দিশেহারা হয়ে পড়ে সুজন সরকারের দলের রক্ষণভাগের ফুটবলাররা। তবে দ্বিতীয় গোল পেতে বিশ্রামগঞ্জকে অপেক্ষা করতে হয় ৩২ মিনিট। ওই সময় নিশার থ্রু চিরে বিশ্রামগঞ্জের হয়ে ব্যবধান বাড়ান প্রীতি জমাতিয়া।

প্রথমার্ধের খেলা শেষ হওয়ার ৫ মিনিট আগে বিশ্রামগঞ্জের জয় নিশ্চিত করে দেন প্রীতি জমাতিয়া। নিজের দ্বিতীয় এবং দলের পক্ষে তৃতীয় গোল করে। দ্বিতীয়ার্ধে আর কোনও দলই বিপথর জাল নাড়াতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত ৩-০ গোলে জয়লাভ করে বিশ্রামগঞ্জ প্লে সেন্টার। ম্যাচটি পরিচালনা করেন লিটন সাহা।

বার পুজোয় ফুটবলের প্রস্তুতিতে নাইন বুলেটস ও লাল বাহাদুরের

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের উদ্যোগে চলছে এখন ঘরোয়া তৃতীয় ডিভিশন ক্লাব লীগ ফুটবল টুর্নামেন্ট। এরপরই একে একে অনুষ্ঠিত হবে দ্বিতীয় ডিভিশন ও প্রথম ডিভিশন সিনিয়র সহ নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্ট। গেল বছর দ্বিতীয় ডিভিশন ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়নের খেতাব দখল করায় এবছর প্রথম ডিভিশনে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে রাজধানী আগরতলার ফুটবল খ্যাত ক্লাব নাইন বুলেটস। ২০১৮ সালের পর দীর্ঘ প্রায় পাঁচ বছর বাদে এবছর সিনিয়র লীগে খেলবে দল। দর্শকদের ভালো ফুটবল খেলা উপহার দেওয়ার পাশাপাশি ভালো ফলাফলের প্রত্যাশা নিয়েই দল গঠন করেছে ক্লাবের কর্মকর্তারা।

ক্লাবের প্রাক্তন ফুটবলার কর্নেন্দু দেববর্মার প্রশিক্ষনেই ময়দানে নামবে ফুটবলাররা। তাই রথ যাত্রার পূন্য তিথিতে বার পূজার মধ্য দিয়েই কার্যত অনুশীলনে নেমে পড়ল নাইন বুলেটস। রবিবার এমনটাই দেখা গেল আগরতলা স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে। একপ্রকার ধর্মীয় রীতিনীতি মেনেই এদিন অনুষ্ঠিত হয় বার পূজা।আর তাতে উপস্থিত ছিলেন দলের দায়িত্বে থাকা প্রকাশ দেববর্মা, প্রশিক্ষক কর্নেন্দু দেববর্মা, ক্লাবের সম্পাদিকা অপু সরকার সুর সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা। দল প্রসঙ্গে এদিন প্রকাশ দেববর্মা সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয়ে জানান রাজ্যের পাশাপাশি বহির রাজ্যের ফুটবলারদের নিয়েই এবছর দল গঠন করা হয়েছে। দর্শকদের উন্নত মানের ফুটবল খেলা উপহার দেওয়াটাই ক্লাবের লক্ষ্য। গেল বছরের বেশ কয়েকজন ফুটবলার এবারও ক্লাবের হয়ে ময়দানে নামবে।

তাদের মধ্যে রয়েছে রাজিব সাধন জমাতিয়া, শিবা দেববর্মা, মঙ্গল সিং দেববর্মা, অমিত জমাতিয়া, মিজোরামের জেমস।

দর্শকদের ভালো খেলা উপহার দিতে চেষ্টা করছে ক্লাব।

এদিকে একই দিন আগরতলা ধলেশ্বরস্থিত শহীদ ক্ষুদিরাম বসু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল মাঠে বার পূজার মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেদের প্রস্তুতি শুরু করলো লালবাহাদুর ব্যায়ামাগারও। একপ্রকার ধর্মীয় রীতিনিতি মেনেই এদিন অনুষ্ঠিত হয় লালবাহাদুরের বার পূজা।

তাতে উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের সভাপতি সম্পাদকসহ অন্যান্য সদস্যরা।

তৃতীয় ডিভিশন লীগে কদমতলী আমরা ক-জনার ম্যাচ গোলশূন্য ড্র-তে নিষ্পত্তি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সি ডিভিশন লীগ ফুটবলের ম্যাচ, ড্র তে নিষ্পত্তি হয়েছে। কদমতলী যুব সংস্থা ও আমরা ক-জনার মধ্যে খেলা, নিছক অর্থে নিয়ম রক্ষার ম্যাচও বলা যেতে পারে। কেননা দুই দলের পক্ষে এটি এবারকার সি ডিভিশন ফুটবল আসরে বি গ্রুপের খেলায় নিজেদের পঞ্চম ম্যাচ ছিল। এর আগের চারটি খেলায় তিনটি করে ম্যাচ হেরে পয়েন্ট খুইয়েছে।

একটি করে ম্যাচে প্রতিপক্ষের সঙ্গে ড্র করে এক করে পয়েন্ট অর্জন করতে পেরেছিল। স্বাভাবিক কারণে গ্রুপ লীগ থেকে মূল পর্বের লক্ষ্যে পৌঁছানোর থেকে দুটি দলই অনেকটা পিছিয়ে রয়েছে। তবে স্থানীয় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে দীর্ঘ ৯০ মিনিটের খেলায় দু-দলের কেউই গোলের সুযোগ বের করতে পারেনি। এদিকে দিনের অপর ম্যাচে ইকফাই ফুটবল ক্লাব ও বিবেকানন্দ ক্লাবের মধ্যে খেলা ছিল। উল্লেখিত বিবেকানন্দ ক্লাব আগেই নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছে বলে ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয়নি। ইকফাই ফুটবল ক্লাব যথারীতি এই ম্যাচ থেকে ৩ পয়েন্টের পাশাপাশি দুটি গোল পেয়েছে। এদিকে আজকের খেলায় অসদাচরণের দায়ে রেফারি কদমতলী যুব সংস্থার দুজনকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি পল্লব চক্রবর্তী, সুকান্ত দত্ত, লিটন সাহা ও সুপ্রিয়া দাস।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

রবিবার ইসকন আয়োজিত রথযাত্রায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা: মানিক সাহা।

রবিবার বাইখোড়ায় আয়োজিত রথযাত্রা অনুষ্ঠানে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

মনু নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা দেখলেন মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৭ জুলাই।। সাম্প্রতিককালে প্রবল বৃষ্টির ফলে কৈলাসহরের মনুনদীর জল বেড়ে যাওয়ায় কৈলাসহরের বিভিন্ন এলাকা মনু নদীর জলের গর্ভে তলিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়ে উঠেছে। বেশ কিছু গ্রামের মানুষের বাড়ি ঘরেও জল জমে যাওয়ায় সেইসব বাড়ি ঘর থেকে মানুষজন স্থানীয় শেল্টার হাউসে আশ্রয় নিয়েছিলো। মনু নদীর জল প্রায় বিপদ সীমার কাছাকাছি হয়ে গিয়েছিলো।

এর ফলে কৈলাসহরের জলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশ কিছু অঞ্চল মনু নদীর জলে ভাংগন শুরু হয়েছিলো। মনু নদীর জল বেড়ে যাওয়ায় শুধুমাত্র জলাই গ্রাম পঞ্চায়েত নয়, কাউলিকুড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এবং লাটিয়াপুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশ কিছু জায়গায় ভাংগন শুরু হয়ে গিয়েছিলো।

এই খবর চাউর হতেই রাতভর জেলাশাসক, অতিরিক্ত জেলাশাসক, মহকুমাশাসকরা বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেছিলো। এবার সরজমিনে মাঠে নেমে মন্ত্রী টিংকু রায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সাথে কথা বলেন এবং জলাই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় মনু নদীর জলে ভাংগন এলাকা গুলো পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শন কালে মন্ত্রী টিংকু রায়ের সাথে ছিলেন ঊনকোটি জেলা পরিসদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক দিলীপ কুমার চাকমা, কৃষি দপ্তরের ঊনকোটি জেলার আধিকারিক পরাগ রায় চৌধুরী, জলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শিল্পী সরকার দেব, গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য নিপেশ দাস সহ আরও অনেকে।

পরিদর্শন শেষে মন্ত্রী টিংকু রায় সংবাদ প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয়ে জানান যে, সাম্প্রতিককালে কৈলাসহরের পাশাপাশি ধলাই জেলার মনু, ছৈলেংটা, ছামনু ইত্যাদি এলাকাতেও লাগাতার কয়েকদিন প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে কুমারঘাটের দেও নদী এবং কৈলাসহরের মনু নদীর জল অতিরিক্ত বেড়ে যাওয়ায় কৈলাসহরের জলাই, কাউলিকুড়া সহ বেশ কিছু অঞ্চলে আতংকের পরিবেশ তৈরি হয়ে যায়।

মন্ত্রী জানান যে, আতংকের কিছু নেই, প্রশাসন প্রস্তুত রয়েছে। মনু নদীর ভাংগন আটকানোর জন্য সরকার ইতিমধ্যেই বেশকিছু মাস্টারপ্ল্যান হাতে নিয়েছে। আপাতত ভাংগন এলাকা গুলোতে প্রাথমিকভাবে কাজ করা হবে বলেও জানান মন্ত্রী টিংকু রায়। মন্ত্রী সংশ্লিষ্ট এলাকায় গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সাথে দেখা করে তাদের খোঁজ খবর নেওয়ায় এবং মনু নদীর জলে ভাংগন এলাকা গুলো মন্ত্রী নিজে পরিদর্শন করায় গোটা গ্রামের মানুষ মন্ত্রী টিংকু রায়ের উপর সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

সুরাটের বহুতল ভেঙে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৭, সরানো হচ্ছে ধ্বংসস্তুপ

সুরাট, ৭ জুলাই (হি. স.): সুরাটের বহুতল ভেঙে এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের। রবিবার জানিয়েছেন সুরাটের ডিসিপি রাজেশ পারমার। তিনি বলেন, শনিবার দিনভর উদ্ধারকাজ চলেছে। রবিবারও তা জারি আছে। ৭ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি একজন মহিলাকে বাঁচানো সম্ভব হয়েছে। ধ্বংসস্তুপ সরানোর কাজ চলছে।

উল্লেখ্য, ধ্বংসস্তুপে রবিবারও বেশ কয়েকজনের আটকে থাকার আশঙ্কা করা হচ্ছে। শনিবার দুপুরে সুরাটের সচিন এলাকায় হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে একটি ছ""তলা ভবন। রবিবার সকালেও বেশ কয়েকজন ধ্বংসস্তুপের নীচে আটকে রয়েছে বলে আশঙ্কা। উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে এনডিআরএফ ও এসডিআরএফের সদস্যরা। পাশাপাশি দমকলের কর্মীরাও উদ্ধারকাজে হাত লাগিয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

প্রসঙ্গত, সুরাটের সচিন এলাকার এই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশের মধ্য দিয়ে পালিত হল রথযাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, কল্যাণপুর, ৭ জুলাই।। ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে রবিবার অনুষ্ঠিত হয়েছে রথযাত্রা। রাজধানী আগরতলায় এদিন হিন্দু ধর্মপ্রাণ জনগণের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।

প্রতিবছরের ন্যায় এবারেও আগরতলার ইসকন মন্দির থেকে মহাসমারোহে রথযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে। ইসকন মন্দিরের রথযাত্রা অনুষ্ঠানের উদ্বোধনে এদিন উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। এদিন রাজধানীর পূর্বাশা প্রাঙ্গণে ফিতা কেটে রথযাত্রার শুভ সূচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সঙ্গে ছিলেন মন্ত্রী টিংকু রায়, প্রদেশ বিজেপির সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা। এদিন রথযাত্রায় উপস্থিত থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জগন্নাথ হচ্ছেন জগতের নাথ, দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য জগন্নাথের কাছে তিনি প্রার্থনা করেছেন।

এছাড়াও এদিন আগরতলার জগন্নাথ মন্দির থেকেও রথ বের করা হয় মহা ধুমধামের সাথে। প্রতিবছরই এদিনটিকে কেন্দ্র করে রাজধানীর জগন্নাথ মন্দিরে ভক্তদের উপচে পড়া ভীড় লক্ষ করা যায়। এবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এদিন সকাল থেকেই হাজার হাজার ভক্তরা উপস্থিত ছিলেন জগন্নাথ মন্দিরে। এদিন জগন্নাথ মন্দিরের রথ শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে লক্ষ্মীনারায়ন মন্দিরে এসে শেষ হয়।

রবিবার রথযাত্রার উন্মাদনায় ছোট থেকে বড় প্রত্যেকেই মেতে উঠেন। তারমধ্যেই যেন বৃষ্টি আরো পূর্ণতা এনে দেয় এই রথযাত্রায়। বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেই এদিন রথ যাত্রার আনন্দে মেতে উঠেছেন আট থেকে আশি প্রত্যেকেই।

এদিকে, আজ জগন্নাথ দেবের পবিত্র রথযাত্রা, বিভিন্ন জায়গায় বড় পরিসরের রথের ভিড়ে নজরে পড়ে ছোট ছোট রথও, একই রকমের ছবি খোয়াই জেলার কল্যাণপুর জুড়ে। বরাবরের মতো কল্যাণপুরের দ্বারিকাপুর , পশ্চিম ঘিলাতলি, ঘিলাতলী , দক্ষিণ ঘিলাতলী ইত্যাদি এলাকায় অপেক্ষাকৃত বড় আকারের রথ আয়োজন করা হয়। তবে এর সাথে সাথে কল্যাণপুরের মূল বাজার সহ বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছোট রথের পরিক্রমণ প্রমাণ করে আমরা আজও বহন করে চলেছি আমাদের কৃষ্টি এবং সংস্কৃতিকে ভক্তিভরেই। উল্লেখ্য সনাতনী হিন্দু ধর্মের অন্যতম ধর্মীয় আয়োজন হিসেবে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা সমাদৃত। যুগ যুগ ধরে আমাদের প্রচলিত কৃষ্টি এবং সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক হিসেবে এই রথযাত্রা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। একইভাবে আজ এই রথ যাত্রা উপলক্ষে দারুন উন্মাদনা তৈরি হয়েছে কল্যাণপুর জুড়ে।

এই উন্মাদনাকে অনেক গুন বাড়িয়ে দিয়েছে ছোট ছোট সেই সকল শিশু-কিশোরেরা যারা প্রমাণ করে আমরা যতটাই আধুনিক হই না কেন, আমরা আজও আমাদের চিরাচরিত ধর্মীয় সংস্কৃতিগত ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে চলার জন্য বদ্ধপরিকর।

এদিকে রথযাত্রা উপলক্ষে কল্যাণপুরের বিভিন্ন জায়গায় সাধারণ মানুষের উন্মাদনার আবহের মাঝেও স্বস্থির খবর হচ্ছে কোনভাবেই যাতে এই রথকে ঘিরে অনভিপ্রেত ঘটনা না ঘটে, তার জন্য প্রশাসন আগে থেকেই প্রয়োজনিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

তিনকাল সাহিত্য উৎসব জমজমাট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই।। তিনকাল সাহিত্য উৎসবের সর্বশেষ পর্বটি যেন চাঁদের হাট জমজমাট। সান্ধ্যকালীন এই পর্বটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে সিরাজউদ্দিন আমেদ সাহিত্য সম্মান এবং তিনকাল পাবলিশার্সের গ্রন্থ প্রকাশ অনুষ্ঠানকে ঘিরে।

''নিশিতে যাইও ফুলবনে....'' গানের মন ছুঁয়ে যাওয়া মুর্ছনায় শুরু হওয়া শেষ পর্বে স্বাগত বক্তব্য রাখেন তিনকাল পাবলিশার্সের কর্ণধার বিল্লাল হোসেন।

অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বরিষ্ঠ সাহিত্যিক ধবলকৃষ্ণ দেববর্মণ, সাহিত্যিক ঋতেন চক্রবর্তী,রামেশ্বর ভট্টাচার্য, অধ্যাপক সেলিম শাহ, সিরাজউদ্দিন আমেদের পত্নী রাবেয়া আক্তার, সাহিত্যিক রাতুল দেববর্মন।

এদিনের অনুষ্ঠানে সাহিত্যিক রাতুল দেববর্মণের হাতে তুলে দেওয়া হয় সিরাজুদ্দীন আমেদ সাহিত্য পুরস্কার।প্রকাশিত হয় তিনকাল সাহিত্য উৎসবের উৎসব সংখ্যা।

এছাড়াও জহরলাল দাসের নির্বাচিত প্রবন্ধ,শুভাশীস চৌধুরীর ''বিষাদবেলা'',দিপ্তি দে'র ''জরায়ুজ বাতি'', লিপিকা চট্টোপাধ্যায়ের ''অনুভবে তুমি'',

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জুয়েলস এসোসিয়েশনের কার্যকরী কমিটি পুনর্গঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই।। রাজধানীর বিদুরকর্তা চৌমুহনিস্থিত জুয়েলস এসোসিয়েশনের কার্যকরী কমিটি পুনর্গঠিত হয়েছে।

রবিবার অনুষ্ঠিত ক্লাবের দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভায় ১৫-সদস্যক কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়। নবগঠিত কমিটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ হয়েছেন যথাক্রমে চয়ন দত্ত, নিত্যগোপাল দেববর্মা এবং মিহিরলাল দাস।

তপশিলি অংশের মানুষের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত বামফ্রন্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই ।। ত্রিপুরা তপশিলি অংশের মানুষের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এর জন্য ৫ দফা দাবি চিহ্নিত করা হয়েছে। আগামী ১২ জুলাই থেকে হবে এই আন্দোলন। দাবিগুলো হল, অবিলম্বে সমস্ত সরকারি দপ্তরে সমস্ত শূন্য পদ বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে পূরণ করা, এর সাথে সংরক্ষণের নিয়ম অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ লক্ষ্য করা গেছে গত ছয় বছর যাবত বিভিন্ন দপ্তর গুলিতে শূন্যপদ পূরণ হচ্ছে না। বিশেষ করে নিয়োগ করার উদ্যোগ নেওয়া হলো পরবর্তী সময়ে নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত করে দেওয়া হয়। যেমন টেট উত্তীর্ণ যুবক যুবতীদের নিয়োগ করা হচ্ছে না। এছাড়াও রাজ্য পুলিশে, ফায়ার সার্ভিসে নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত করে রাখা হয়েছে। ফলে যুবক যুবতীরা চরম হতাশাগ্রস্ত। তাদের নিয়ে প্রতারণা করছে সরকার।

অপরদিকে টুয়েপ ও রেগার কাজ রাজ্যের শহর ও গ্রামগঞ্জে বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা। ফলে মানুষ আর্থিক অভাব অনটনে ভুগছে। তাই সরকারের উদ্দেশ্যে দাবী জানানো হবে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ৩৪০ টাকা রেগা মজুরি করা এবং ১০০ দিনের কাজের ব্যবস্থা করার। কারণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে কাজের অভাবে মানুষের আর্থিক অভাব অনটন বেড়েছে।এতে মানুষের খাদ্যের অভাবে না খেয়ে মরার মত অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে।

দ্বিতীয়ত স্কুল বন্ধ করে দেওয়া সিদ্ধান্ত অবিলম্বে সরকারকে প্রত্যাহার করতে হবে। পূর্বের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ৯৬১ টি স্কুল বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। বর্তমানে আবার জেলা ভিত্তিক স্কুল বন্ধ করে দেওয়ার জন্য চেষ্টা চলছে। এতে গরিব শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতির মধ্যে পড়বে। তাই এর প্রতিবাদ জানিয়ে সরকারকে বাধ্য করা হবে সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করার জন্য। তাছাড়া, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে রাজ্যের ছেলে মেয়েদের জন্য পড়াশোনা করার সুযোগ করে দিতে স্কুলের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছিল। যার ফলে সাক্ষরতার হার রাজ্যে বেড়েছিল। এবং বিদ্যা জ্যোতি স্কুলগুলিতে পড়াশোনা করার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে। যার কারণে তারা স্থানীয় স্কুল ছেড়ে প্রায় ৮ থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে স্কুলে গিয়ে ভর্তি হতে বাধ্য হচ্ছে। এতে ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবার প্রতিদিন গাড়ি ভাড়া জোগাড় করে দিতে পারছে না। এই সংকটের পরে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়ার উপক্রম হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই স্কুল বন্ধ না করে এবং বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের নাম করে অর্থ আদায় বন্ধ করে শিক্ষার সুযোগ করে দিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়োগ করার জন্য। তৃতীয় দাবিটি হল স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে পরিষেবার মান উন্নত করতে সরকার যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মী নিয়োগ করে। এছাড়াও পানীয় জল, রাস্তার ঘাট এবং বিভিন্ন সমস্যা নিয়েও দাবি জানানো হবে সরকারের উদ্দেশ্যে।

আগামী ১২ জুলাই থেকে হবে এই আন্দোলন। এদিন সকাল ১১ টার সময় আগরতলা শহরে একটি মিছিল সংঘটিত করা হবে। তারপর সারা রাজ্যে এই আন্দোলন অনুষ্ঠিত হবে। এই আন্দোলনে সকলকে শামিল হতে আহ্বান জানান সুধন দাশ। আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এদিন সংগঠনের অন্যান্য নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন।

আই এম এ হাউসে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই।। রবিবার আই এম এ হাউসে ন্যাশনাল ডক্টর'স ডে ২০২৪ উপলক্ষে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন ত্রিপুরা শাখার পক্ষ থেকে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যে দিয়ে শিবিরের শুভ সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা।

মুখ্যমন্ত্রী অনুষ্ঠানের সূচনা করে বক্তব্য রেখে বলেন, বিগত দিনেও আই এম এ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আই এম এ বিভিন্ন দাবি পূর্বতন সরকারের আমলে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বিভিন্ন সময় সামাজিক কর্মসূচির আয়োজন করে তারা। আজকে যে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছে তাতে অনেকটাই উপকৃত হবে মুমূর্ষ রোগীরা। এ ধরনের শিবির আগামী দিনের অব্যাহত রাখার জন্য আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, আই এম এ বহু পুরনো সংগঠন। এই সংগঠন বরাবরই মানুষের স্বার্থে কাজ করে। আয়োজিত শিবিরে এই দিন মুখ্যমন্ত্রীর ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য পরিষেবার অধিকর্তা ডাঃ সঞ্জীব দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। শিবিরে রক্তদাতাদের উপস্থিতি ছিল বেশ লক্ষণীয়। উপস্থিত অতিথিরা এদিন পরবর্তী সময় রক্তদান শিবির ঘুরে দেখেন। কথা বলেন রক্তদাতা তাদের সাথে।

আগামী দিনও এ ধরনের রক্তদান শিবির অব্যাহত রেখে রাজ্যে ব্লাড ব্যাংক গুলিতে রক্ত সংকট মেটাতে ভূমিকা পালন করার জন্য আহ্বান জানান।

শান্তিরবাজারে বিজেপির কার্যালয়ের শিলান্যাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৭ জুলাই।। প্রদেশ বিজেপির সভাপতির উপস্থিতিতে শান্তিরবাজার বিজেপির কার্যালয়ের শিলান্যাস করা হয় রবিবার।

শান্তিরবাজারে বিগতদিনে স্থায়ীভাবে বিজেপির কার্যালয় ছিলনা। বর্তমান সময়ে সকলের অক্লান্ত পরিশ্রমে শান্তিরবাজারে গড়ে উঠতে চলছে বিজেপির কার্যালয়। এই কার্যালয় নির্মানের জন্য জায়গা নির্ধারন করা থেকে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কংগ্রেসের প্রচারসজ্জা বিনষ্ট সহ নেতা কর্মীদের ভয়-ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগ শাসক দলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই।। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হওয়ার আগে থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে কংগ্রেস দলের প্রচারসজ্জা বিনষ্ট করা এবং নেতা কর্মীদের ভয়-ভীতি প্রদর্শন করা শুরু হয়ে গেছে বলে গুরুত্ব অভিযোগ করেছে কংগ্রেস। বিষয়টি ইতিমধ্যেই মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক এবং আরক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের নজরে এনে আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, রাজ্যে আগামী আগস্ট মাসে হতে চলেছে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন। এই নির্বাচনকে সামনে রেখে বিভিন্ন দল তাদের প্রার্থী এবং প্রচারের কাজ শুরু করেছে। যদিও এই প্রার্থী এবং প্রচারের কাজে শাসক দল অনেকটাই এগিয়ে আছে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এই নির্বাচনে একাই লড়বে বলে অভিমত প্রকাশ করেছে। সঠিক গণতান্ত্রিক উপায়ে প্রত্যেকটি দল এগিয়ে যেতে চায়। কংগ্রেস দল তাদের প্রার্থী নির্বাচন এবং প্রচার সজ্জায় কিছুটা বৈচিত্র আনার চেষ্টা চালাচ্ছে।

বড়ুয়া কান্দি গ্রাম পঞ্চায়েতে ১ নং ,তিন নং এবং ৪ নং ওয়ার্ডে কংগ্রেস দল তাদের প্রচারসজ্জা সাজিয়েছিল। রাতের অন্ধকারে কে বা কারা এই প্রচার সসজ্জা, ফ্ল্যাগ পতাকা এবং বিভিন্ন সামগ্রী তুলে নিয়ে চলে গেছে। তাই রবিবার ৫৫ নং বাগ বাসা এলাকার জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে হীরালাল নাথের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল ধর্মনগরের পুলিশ স্টেশনের ওসির কাছে ডেপুরেশনে মিলিত হয়। কংগ্রেস দলের দাবি হচ্ছে যারা এই পতাকা তুলে নিয়ে গেছে এবং প্রচারসজ্জা নষ্ট করতে উদ্যোগী হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে সঠিক আইনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং আগামী ত্রিস্তরী পঞ্চায়েত নির্বাচনে কোন ধরনের সংঘর্ষ ছাড়া শান্তি বজায় রাখা।

তারা বলছে একটা দল চাইছে আগামী ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন যাতে নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষপূর্ণ হয় তার জন্য এখন থেকে প্রচারসজ্জা নষ্ট করে জাতীয় কংগ্রেস দলের মনোবৃত্তি ভাঙ্গার একটা চেষ্টা চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ। অবিলম্বে এসব ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানিয়েছে কংগ্রেস দল।

সপ্তম জাতীয় জেনডুকাই ক্যারাটে প্রতিযোগিতার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল

খেলাধুলা ছাত্রছাত্রীদের সামগ্রিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই ।। খেলাধুলা ছাত্রছাত্রীদের সামগ্রিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিয়মিত খেলাধুলা করলে মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পায়। তাছাড়াও খেলাধুলা গভীরভাবে চিন্তা করতে সাহায্য করে ও আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলে। আজ সপ্তম জাতীয় জেনডুকাই ক্যারাটে প্রতিযোগিতার সমাপ্তি ও পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু একথা বলেন। রাজ্যপাল প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া ক্রীড়াবিদদের উদ্দেশ্যে বলেন, প্রতিযোগিতায় কে জয়লাভ করল, কে পরাজিত হলো তা বড় কথা নয়। প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে চ্যালেঞ্জ জানানোই গুরুত্বপূর্ণ। অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু ও অতিথিগণ বিজয়ীদের হাতে এবং প্রশিক্ষকদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। আসাম রাইফেল পাবলিক স্কুলে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতার সংগঠক ত্রিপুরা জেনডুকাই ক্যারাটে এসোসিয়েশনের কর্মকর্তাদের রাজ্যপাল ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানে বিগেডিয়ার মনিষ রানা, অইনাম আকাশ, পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার উপস্থিত ছিলেন। প্রতিযোগিতায় ১০টি রাজ্য অংশ নেয়। প্রতিযোগিতায় মনিপুর প্রথম, মেঘালয় দ্বিতীয় এবং ত্রিপুরা ততীয় স্থান অধিকার করে। রাজভবন থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।